Multidisciplinary Course (MDC)

TOURISM

AND

TRAVEL MANAGEMENT

This Study Material is prepared by;

Department of Geography, University B.T. and Evening College,

Cooch Behar

Syllabus of NBU 2nd Semester

MDC paper: Tourism and Travel Management, Course Content: (Theoretical)

Unit: I – History and continuity of Tourism

Introduction to tourism and travel management – Early travel in India; travel in ancient time, Silk route, Pilgrim Tourism, Travel for Trade and business, past educational tourism e.g. Nalanda &Taxila University. Different concepts like- travel-traveller, tourism-tourist, excursionist, inter-regional and intra-regional tourism, inbound and outbound tourism, domestic and international tourism.

Unit: II – Various forms of Tourism in Modern Era

Concepts of different Forms of Tourism in the modern period – Educational tourism, Employment tourism, Business tourism, sports tourism, Pilgrimage tourism, Cultural tourism, medical tourism, Wellness tourism, Adventure tourism, Wildlife tourism, Nature tourism, Heritage tourism. Salient features of tourism products.

Unit: III- Key Stakeholders of Tourism and Travel Management

Need for tourism Organisations and travel management – State level organisation- Department of Tourism, govt of West Bengal, WBTDC. National level organisation – Ministry of Tourism govt of India, ITDC, DGCA & ASI, International level organisation- UNWTO, UFTAA, WTTC, IATA, PATA, ICAO, Functions of travel agency, Travel formalities, legalities and regulations - Travel & transport, hospitality management. 7P's in tourism marketing. Role of Local Government in respect of sustainable tourism infrastructural development, Scientific and feasible travel management planning, Ease of tourism- role of AI, GPS and internet connectivity.

Unit: IV– Impact of tourism

Economic impacts – income opportunity, livelihood promotion etc., Social and Cultural impacts- tourist –host relationship, demonstration effect, cultural authenticity, Environmental & Political impacts – environmental pollution and minimise its effects on destination, need for Eco-tourism and sustainable tourism. Political disturbances and its impact on tourism. Strategies to overcome the negative impacts of tourism.

Unit-I: Early Travel in India

i. Silk Route (সিল্করুট):

সিল্করুট দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত পৃথিবীর প্রাচীনতম একটি সড়কপথ যা পশ্চিমে অবস্থিত সুদূর চীনের সাথে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল (গ্রীস, ইতালি) এবং মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত দেশগুলির (তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক ইত্যাদি) মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়। বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহনের উদ্দেশ্যে নির্মিত এই রাজপথ 138 খ্রিস্টপূর্বাব্দে চীনের হান রাজবংশের ঝাং কিয়ান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই রাজপথের মাধ্যমে সিল্ক, সুগন্ধিত দ্রব্য, মণি, মূল্যবান ধাতব, রত্ন পাথর, মুদ্রা, চীনা দ্রব্যাদি ইত্যাদি পরিবহন করা হত। সিল্ক রুটে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য পরিবহনের পাশাপাশি, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ভাবধারার বিনিময় হত, যেমন সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি। এই সড়কপথ স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এশিয়া মহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করা। সিল্করুট প্রাচীনকালে বাণিজ্যিক দ্রব্য পরিবহনের পাশাপাশি ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই রাজপথ বরাবর হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্মাবলম্বীরা ধর্মীয় পর্যটনে যাত্রা করতেন। প্রাচীনকালে সিল্করুট বরাবর বৌদ্ধিক আদর্শ এবং মতাদর্শনের প্রচার বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

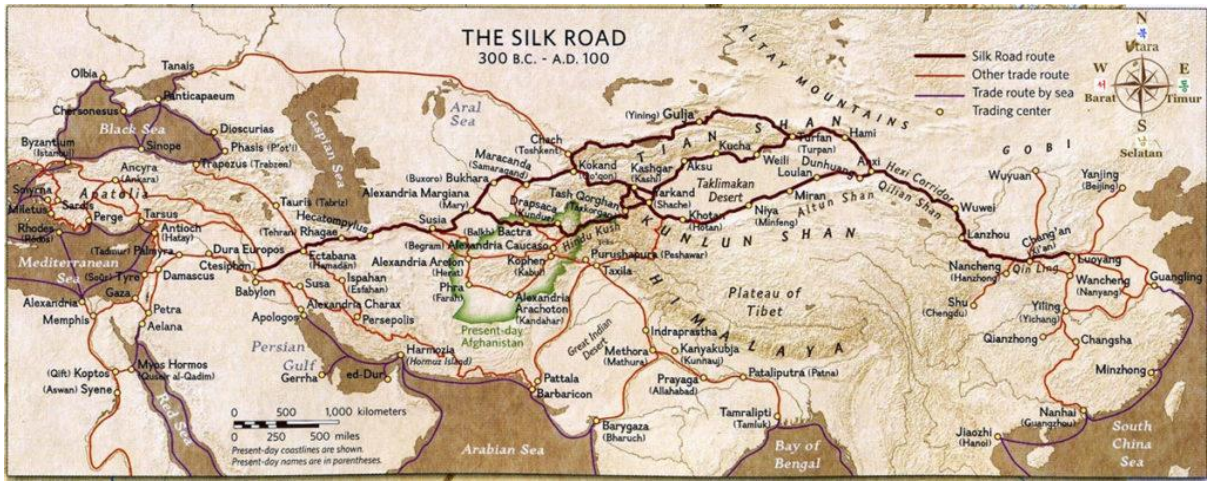

Silk Route

ii. Pilgrim Tourism (তীর্থস্থান পর্যটন):

ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকেই তীর্থস্থান পর্যটনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে সুপরিচিত। এই দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ধর্মীয় তীর্থস্থান গুলিতে বছরের পর বছর দেশ-বিদেশ থেকে বহু পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের সমাগম লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ভারতের তীর্থস্থান পর্যটনে মূলত তিনটি ধর্মের উপাস্থান ছিল-

হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, এবং জৈনধর্ম, যাদের মধ্যে হিন্দুধর্মের তীর্থস্থান পর্যটন সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়। সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের চারধাম (হিন্দু ধর্মের চারটি পবিত্র স্থান) যথা বদ্রীনাথ, দ্বারকা, পুরী, এবং রামেশ্বরম; উত্তরাখণ্ডের ছোটা চারধাম যথা যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ, এবং বদ্রীনাথ; গঙ্গাতীরে অবস্থিত কাশি-বারাণসী; শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরা-বৃন্দাবন; এবং উত্তর ভারতের কুম্ভ মেলা ইত্যাদি হিন্দু ধর্মাবলম্বী তীর্থযাত্রীদের কাছে অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান হিসাবে গণ্য হয়।

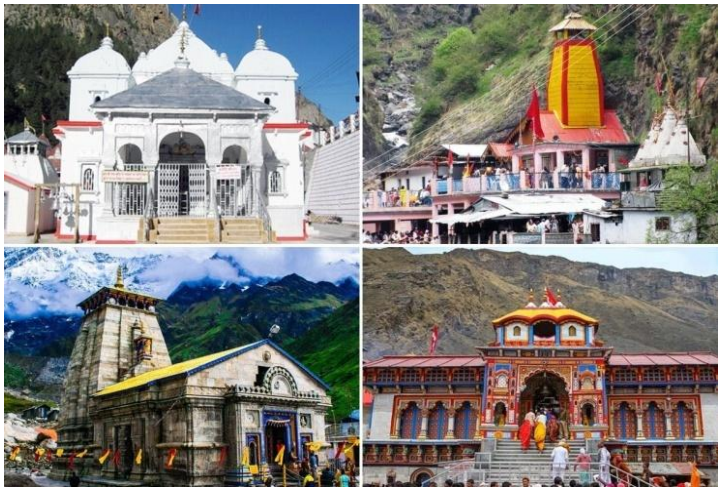

Char Dham in Uttarakhand

iii. Travel for Trade and Business (ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য পর্যটন):

প্রাচীনকালে একটি দেশের সাথে অন্য দেশের পর্যটনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল দেশগুলির মধ্যে আন্তঃবাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন। সেই সময় বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিকরা সড়কপথে ঘোড়া, উট এবং সমুদ্রপথে পালতোলা নৌকা ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতেন। প্রাচ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থান জনিত কারণে, ভারত মহাসাগর সংলগ্ন সমুদ্র নিকটবর্তী অসংখ্য বন্দরের সহায়তায়, এবং সিল্করুটের সাহায্যে অন্যান্য দেশের সাথে সড়কপথে যোগাযোগের মাধ্যমে, ভারত সেই সময় বিশ্বের একটি অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ, সিল্করুট সড়কপথে ভারতকে মধ্য এশিয়া, পারস্য এবং ইউরোপের নানান দেশের সাথে সংযুক্ত রেখেছিল এবং ভারত মহাসাগরের সামুদ্রিক বাণিজ্য

Ancient Trade and Travel Routes in India

পথগুলি ভারতকে পূর্ব আফ্রিকা, আরব উপদ্বীপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীনের সাথে সংযুক্ত রেখেছিল যা এই দেশের বাণিজ্যিক পণ্য আদান-প্রদান এবং সাংস্কৃতিক ভাবধারা বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখে। প্রাচীনকালে লোথাল, তাম্রলিপ্ত, ভাড়ুছ, কাবেরীপত্তনম ছিল ভারতবর্ষ তথা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বাণিজ্যিক বন্দর যা এই দেশকে সমুদ্রপথের মাধ্যমে অন্যান্য সভ্যতার সাথে সংযুক্ত রেখেছিল।

iv. Past Educational Tourism (প্রাচীনকালে শিক্ষামূলক পর্যটন):

❖ **Nalanda University (নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়):**

বর্তমানে বিহারের রাজগিরে অবস্থিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় একসময় বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত রাজবংশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে বৌদ্ধিক ভাবধারার বিশেষ প্রসার ঘটে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ দর্শনের পাশাপাশি যুক্তিবিদ্যা, সংস্কৃত ব্যাকরণ, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হত। এই শিক্ষা কেন্দ্রে ভারতবর্ষ তথা সমগ্র এশিয়া থেকে বহু শিক্ষার্থী এবং পণ্ডিতেরা জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন। পরবর্তীকালে দ্বাদশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক মন্দা, বিদেশী শত্রুদের ক্রমাগত আক্রমন, ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিবর্তন ইত্যাদি নানান কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ক্রমশ ধ্বংসাম্মুখীন হয়। এই শতাব্দীর শেষের দিকে বখতিয়ার খিলজির নেতৃত্বে তুর্কিদের আক্রমণে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংস হয়ে যায়।

Remains of Ancient Nalanda University

❖ **Taxila University (তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়):**

তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের একটি প্রাচীন এবং শীর্ষকেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেটি বর্তমানে সিন্ধু নদীর তীরে পাকিস্তানে অবস্থিত। এই তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বহু প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এটি বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। এখানে গণিত, বৈদিক শিক্ষা, জ্যোতির্বিদ্যা, বৌদ্ধ দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান, কলা, চিকিৎসা, শিল্পকলা, হস্তীচালনা, যুদ্ধবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, সংস্কৃত ভাষা ইত্যাদির মতো বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হতো। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা সুদূর থেকে তাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে 16 বছর বয়সে উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করতে আসতেন। এখানে ভারত ছাড়াও গ্রীস, পারস্য এবং চীন সহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী এবং পন্ডিতদের আগমন লক্ষ্য করা যায়। বিশ্ববিখ্যাত কৌটিল্য, যিনি চাণক্য নামে সুপরিচিত তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ অর্থশাস্ত্র তক্ষশীলাতেই রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে ভারতীয় ভূখন্ডে ক্রমাগত হুন এবং পারস্য রাজাদের আক্রমণ এবং বিজয়ের ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংস হয়ে যায়।

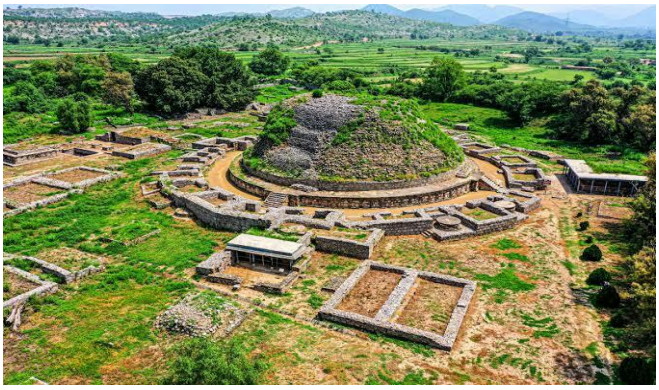

Remains of Ancient Taxila University

Different Concepts of Tourism and Travel Management

- **Travel (ভ্রমণ):** যখন কোন ব্যক্তি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাত্রা করেন তখন এই ধরনের কার্যকলাপকে বলা হয় ভ্রমণ। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে যেমন অবসর সময় যাপন, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত কার্যপ্রণালী, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ব্যক্তিগত কারণ ইত্যাদি। উদাহরণ: রোহিত একটি ব্যবসায়িক সম্মেলনে যোগদানের জন্য মুম্বাই থেকে কলকাতায় ভ্রমণ করেন।
- **Traveller (ভ্রমণকারী):** একজন ভ্রমণকারী একটি ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয় যিনি বা যারা ভ্রমণে অংশগ্রহণ করেন। উদাহরণ: সীমা এবং তার পরিবার প্রতিবছর গ্রীষ্মের ছুটিতে ভারতবর্ষের উত্তরের রাজ্যগুলিতে ভ্রমণ করেন, এক্ষেত্রে সীমা এবং তার পরিবার ভ্রমণকারীর উদাহরণ।
- **Tourism (পর্যটন):** পর্যটনের ধারণাটি ভ্রমণের সাথে জড়িত, কিন্তু এক্ষেত্রে ভ্রমণকারীরা স্বল্প সময়ের জন্য তাদের স্বাভাবিক আবাসস্থল থেকে দূরে অন্য কোথাও প্রধানত অবসর এবং বিনোদন যাপনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেন। উদাহরণ: দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ-লক্ষ পর্যটক প্রতিবছর অবসর যাপন এবং বিনোদনের উদ্দেশ্যে তাজমহল পর্যটনে আসেন।
- **Tourist (পর্যটক):** পর্যটক হল এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয় যিনি বা যারা প্রধানত অবসর যাপন এবং বিনোদনের উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পর্যটন করেন অর্থাৎ পর্যটন শিল্পে অন্তর্গত ভ্রমণে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা হলেন পর্যটক। উদাহরণ: প্রতিবছর ভারতবর্ষের তাজমহল পরিদর্শনে দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ-লক্ষ পর্যটকের সমাগম দেখা যায়।
- **Excursionist:** Excursionist এক বিশেষ ধরনের ভ্রমণকারী যিনি বা যারা খুব অল্প সময়ের জন্য নিজেদের বাসস্থান থেকে স্বল্প দূরত্বে অবস্থিত কোন স্থান ভ্রমণ করেন। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ পর্যটনকারীর ভ্রমণের মেয়াদ সাধারণত একটি দিনের বেশি হয়না এবং 24 ঘন্টার মধ্যে তারা পুনরায় নিজ বাসস্থানে ফিরে আসেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ভ্রমণ পিপাসু পর্যটক দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততার মাঝে প্রায়সই অল্প সময় বের করে স্থানীয় পর্যটন আকর্ষণ গুলি ভ্রমণ করেন।
- **Inter-regional Tourism (আন্তঃ-আঞ্চলিক পর্যটন):** যখন কোন পর্যটক একটি অঞ্চল থেকে অন্য একটি অঞ্চলে অথবা একটি দেশ থেকে অন্য একটি দেশে অথবা একটি মহাদেশ থেকে অন্য একটি মহাদেশে ভ্রমণ করেন, তখন এই ধরনের পর্যটনকে আন্তঃ-আঞ্চলিক পর্যটন বলা হয়। উদাহরণঃ ভারতবর্ষ (এশিয়া মহাদেশ) থেকে বহু পর্যটক পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে (যেমন সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি ইত্যাদি) আন্তঃ-আঞ্চলিক পর্যটনে অংশগ্রহণ করেন।

- **Intra-regional Tourism (অন্তঃ-আঞ্চলিক পর্যটন):** যখন পর্যটনের পরিধি একটি দেশ অথবা একটি রাজ্য অথবা একটি অঞ্চলের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে তখন এই ধরনের পর্যটনকে অন্তঃ-আঞ্চলিক পর্যটন বলে। উদাহরণ: পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারা প্রায়সই দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি স্টেশনে ভ্রমণ করেন।
- **Inbound Tourism (অন্তর্মুখী পর্যটন):** যখন একটি দেশ বা একটি পর্যটন গন্তব্য অন্য দেশ থেকে পর্যটকদের গ্রহণ করে, তখন তাকে অন্তর্মুখী পর্যটন বলা হয়। উদাহরণঃ তাজমহল পরিদর্শনে ইউরোপীয়দের ভারত ভ্রমণ।
- **Outbound Tourism (বহির্মুখী পর্যটন):** বহির্মুখী পর্যটনের ধারণাটি অন্তর্মুখী পর্যটনের বিপরীত অবস্থা, কারণ এক্ষেত্রে একটি দেশের বাসিন্দারা অন্য আরেকটি দেশে ভ্রমণ করেন। উদাহরণ: প্যারিসের আইফেল টাওয়ার পরিদর্শনে ভারতীয়দের ইউরোপ ভ্রমণ।
- **Domestic Tourism (অভ্যন্তরীণ পর্যটন):** যখন পর্যটকেরা অবকাশ, বিনোদন, ব্যবসায়িক ক্রিয়া, শিক্ষা অর্জন ইত্যাদি নানান কারণে নিজ দেশের বিভিন্ন পর্যটন গন্তব্যগুলি ভ্রমণ করেন তখন তা অভ্যন্তরীণ পর্যটন নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে দেশীয় পর্যটকেরা তাদের বাসস্থান, খাবার, পরিবহন এবং বিনোদন ইত্যাদি নানান পর্যটন দ্রব্যের জন্য যে ব্যয় করেন তা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখে। উদাহরণ: ভারতের দেশীয় পর্যটকদের কাশ্মীর ভ্রমণ।
- **International Tourism (আন্তর্জাতিক পর্যটন):** এই ধরনের পর্যটনে পর্যটকেরা দেশের আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে অন্য একটি দেশে পর্যটন করেন যা বিশ্ব অর্থনীতি তথা গন্তব্য দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। উদাহরণ: ভারতীয় নাগরিকদের ইউরোপের সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ।

Practice Questions

1. **Discuss the major forms of ancient travel in India. (5 or 10 marks)**
2. **Write down the role of ancient Taxila University and Nalanda University in educational tourism. (5+5=10 marks)**
3. **Write down the importance of Silk Route in ancient travelling. (5 marks)**
4. **Define the following concepts of tourism: (2 marks each)**
   - **Travel-Traveller**
   - **Tourism-Tourist**
   - **Excursionist**
   - **Inter-regional Tourism**
   - **Intra-regional Tourism**
   - **Inbound Tourism**
   - **Outbound Tourism**
   - **Domestic Tourism**
   - **International Tourism**
5. **Make a distinction between Inter-regional and Intra-regional Tourism; Inbound and Outbound Tourism; Domestic and International Tourism. (2 Marks each)**

Unit: II- Various forms of Tourism in Modern Era

A. Concepts of Different Forms of Tourism in the Modern Period

1. Educational Tourism (শিক্ষামূলক পর্যটন)

শিক্ষামূলক পর্যটন জ্ঞান সমৃদ্ধির এক অপরিহার্য অংশ যা শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষের বাইরে নতুন স্থান, সংস্কৃতি, ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে সাহায্য করে। এটি শিক্ষার্থীদের চিরাচরিত শ্রেণিকক্ষের বাইরে একটি নতুন পরিবেশে নিয়ে এসে নতুন জিজ্ঞাসা, অধ্যয়ন, এবং অভিজ্ঞানের মাধ্যমে জ্ঞানের পরিধীর বিস্তার ঘটায়। এই পর্যটনের মূল উদ্দেশ্য হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করা। এই পর্যটনের দ্বারা শিক্ষার্থীরা নতুন জ্ঞান, দক্ষতা, ও দলবদ্ধ ভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তাদের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি ঘটে, সামাজিক ও মানসিক বিকাশের উন্নতি ঘটে, এবং পাঠ্যসূচির বাইরে বাস্তব পরিবেশের সাথে পরিচিতি হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহ ও উদ্যম উন্মোচিত হয়; যা তাদের জ্ঞানের পরিধিকে আরও বিস্তার করতে সাহায্য করে।

এই শিক্ষামূলক পর্যটন আবার শিক্ষার্থীদের পরিকাঠামোগত শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যও লক্ষ্য করা যায়; যেমন প্রাচীন ভারতের নালন্দা, তক্ষশীলা, উজ্জয়নী ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেশ-বিদেশ থেকে বহু শিক্ষার্থীরা শিক্ষামূলক পর্যটনে অংশ গ্রহণ করতেন। বর্তমান সময়ে ভারত থেকে বহু শিক্ষার্থী আমেরিকা ও ইউরোপের বিখ্যাত হার্ভার্ড, স্ট্যানফোর্ড, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, কলাম্বিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া, পেনসিলভানিয়া ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্য ভ্রমণ করেন।

চিরাচরিত শিক্ষামূলক পর্যটনের উদাহরণ: সুন্দরবন উপকূলীয় অঞ্চলে শিক্ষামূলক পর্যটন শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বই থেকে অর্জিত জ্ঞানের সাথে সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে।

শিক্ষামূলক পর্যটনের উপকারিতা:

i. পাঠ্যপুস্তক ধারণাগত জ্ঞান প্রদান করে কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পারে না, যা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য অর্জনে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। অন্যদিকে শিক্ষামূলক পর্যটন একটি আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে পঠনপাঠনের বিষয়গুলি শিখতে সাহায্য করে যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ অনুশীলনের দ্বারা হাতে-কলমে জ্ঞান অর্জন করে।

ii. এটির যেমন বিনোদন মূল্য রয়েছে তেমনই এটি শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করে তোলে।

iii. এটি শিক্ষার্থীদের বাইরের বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করে।

iv. এটি পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ তৈরি করে ও স্পষ্ট জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে।

v. এটি শিক্ষার্থীদের দলবদ্ধ ভাবে কাজ করার মানসিকতা গড়ে তোলে।

vi. এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিকাশ ঘটায়।

2. Business Tourism (ব্যবসায়িক পর্যটন)

ব্যবসায়িক পর্যটন ভ্রমণের এক বিশেষ রূপ যেখানে পর্যটকেরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ব্যবসায়িক চুক্তি, আলোচনা, ও সম্মেলনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেন। এক্ষেত্রে ব্যবসায়িক পর্যটকরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে অথবা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন যেখানে তারা ব্যবসায়িক কার্যক্রম গ্রহণের সাথে সাথে আবসর-বিনোদনেও অংশ গ্রহন করেন। অন্যান্য পর্যটনের তুলনায় ব্যবসায়িক পর্যটনে পর্যটকের সংখ্যা অনেক সীমিত থাকে, কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে যে ব্যবসায়িক ভ্রমণকারীরা তাদের ভ্রমণের সময় অন্য যেকোনো পর্যটকদের তুলনায় চারগুণ বেশি অর্থ খরচ করেন। ব্যবসায়িক পর্যটন কোন দেশের অর্থনীতির সাথে গভীর ভাবে সম্পর্কিত কারণ এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসায়িক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে দেশগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথ সুগম হয় যা দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে। এই পর্যটন উন্নত পরিকাঠামো এবং পরিবহন ব্যবস্থার (বিমানপথ, রেলপথ, সড়কপথ) পাশাপাশি আতিথেয়তা শিল্পকেও সমর্থন করে, যেমন হোটেল বুকিং এবং রেস্টুরেন্ট বুকিং

যা পর্যটনের অন্যান্য উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকেও উপকৃত করে। বিশ্বব্যাপী শীর্ষ দশটি ব্যবসায়িক পর্যটন গন্তব্য শহরগুলি হল নিউইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিশ, সাংহাই, টরন্টো, সিঙ্গাপুর, সান-ফ্রান্সিসকো, হংকং, টোকিও, এবং শীকাগো যেগুলি বছরের অধিকাংশ সময় ব্যবসায়িক পর্যটনে ব্যস্ত থাকে। এই পর্যটন ব্যবস্থা স্থানীয় এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

ব্যবসায়িক পর্যটনের কার্যক্রমকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, এদের মধ্যে প্রধান চারটি কার্যক্রম নীচে আলোচনা করা হলো;

- **প্রদর্শন (Exhibition/Event):** ব্যবসায়িক ভ্রমণকারীরা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে যোগদানের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতে পারেন, যেখানে জিনিসপত্র বেচা-কেনার জন্য প্রদর্শনী শিল্পের আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনী শিল্প দুই ধরনের গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত যেখানে একদল ভ্রমণকারী জিনিসপত্র বিক্রি করার জন্য অন্যদের উৎসাহিত করেন এবং অন্যদল ভ্রমণকারী জিনিসপত্র কেনাকাটার লক্ষ্যে উপস্থিত হন। এইভাবে প্রদর্শনীগুলি ব্যবসার জন্য আন্তর্জাতিক শিল্প সম্প্রদায়ের সাথে সংযোগ স্থাপন করে থাকে। উদাহরনঃ Art gallery, museum etc.
- **আলোচনা বৈঠক (Meetings):** ব্যবসায়িক পর্যটনের একটি অন্যতম কার্যক্রম হলো পরপস্পর মুখোমুখি বৈঠকের আয়োজন, যেখানে ব্যবসায়িক অংশীদারেরা বিভিন্ন স্থানে মুখোমুখি বৈঠকের মাধমে ব্যবসা সম্পর্কিত অনেক গুরত্বপূর্ণ আলোচনা ও নীতি গ্রহন করে থাকেন। উদাহরনঃ financial seminar, board meetings for corporate groups etc.
- **সম্মেলন (Conference/Convention):** সম্মেলন হলো আলোচনা বৈঠকের বৃহৎ রুপ যা একাধিক দেশের মধ্যে একদিন বা একদিনের বেশি সময় ধরে চলতে থাকে। বিশ্বব্যাপী সম্মেলনের প্রাথমিক গন্তব্যগুলি হলো প্যারিস, লন্ডন, মাদ্রিদ, জেনেভা, ব্রাসেলস, ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক, সিডনি এবং সিঙ্গাপুর ইত্যাদি। ঊদাহরনঃ Asia Pacific Economic Co-operation (APEC), Conference of the Parties (COP10) etc.
- **প্রণোদনামুলক ভ্রমন (Incentive Travel):** প্রণোদনামূলক ভ্রমণ ব্যবসায়িক কর্মচারীদের উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত, ও পুরস্কৃত করার জন্য আয়োজন করা হয়। উদাহরনঃ awarding giving ceremony or travel incentive to high performing employees.

ব্যবসায়িক পর্যটনের মিটিং (**M**eeting), ইনসেনটিভ (**I**ncentive), সম্মেলন (**C**onference) এবং প্রদর্শনীকে (**E**xhibition) সংক্ষেপে **MICE** বলা হয় যা **MICE Tourism** নামেও সুপরিচিত।

3. Sports Tourism (ক্রীড়া পর্যটন)

ক্রীড়া পর্যটন হল এক ধরনের বিশেষ পর্যটন ক্রিয়াকলাপ যেখানে পর্যটকেরা একস্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করেন সাধারণত কোন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য অথবা ক্রীড়া পর্যবেক্ষণের দ্বারা ভ্রমণ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। এই ধরনের পর্যটন বিভিন্ন সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা অর্জন এবং স্মরণীয় স্মৃতি তৈরি করার সাথে সাথে নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখার একটি অনন্য উপায় সরবরাহ করে। ক্রীড়া পর্যটন একটি দ্রুত বর্ধনশীল শিল্প যা ভ্রমণকারী এবং গন্তব্য স্থান উভয়ের জন্য বিস্তৃত সুবিধা প্রদান করে। এই ক্রীড়া পর্যটনের শীর্ষস্থানীয় গন্তব্যগুলির মধ্যে একটি হল স্পেনের বার্সেলোনা শহর যেটি ফুটবল খেলার জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয়। ফুটবল প্রেমীদের কাছে এই পর্যটন গন্তব্য একটি স্বপ্নের শহর যেখানে তারা প্রায়শই ভ্রমণ করতে চান। এছাড়াও ক্রীড়া পর্যটনের অন্যান্য জনপ্রিয় উদাহরণগুলি হল অলিম্পিক গেমস, ফিফা বিশ্বকাপ, এবং ক্রিকেট বিশ্বকাপ ইত্যাদি।

ক্রীড়া পর্যটনের গুরুত্বঃ

ক্রীড়া পর্যটন ভ্রমণকারী এবং গন্তব্য স্থান উভয়ের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে ক্রীড়া পর্যটনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আলোচনা করা হল;

- **অর্থনৈতিক প্রভাব:** ক্রীড়া পর্যটন গন্তব্য স্থানের উপর একটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলে। এই পর্যটনে ক্রীড়া ক্ষেত্র ছাড়াও পর্যটন-সম্পর্কিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ যেমন আবাসন ব্যবস্থাপনা, খাবার সরবরাহ, পরিবহন পরিষেবা, এবং বিনোদন ব্যবস্থা ইত্যাদি নানান ক্ষেত্র থেকে আর্থিক উপার্জনের পরিকাঠামো তৈরি হয় যা পর্যটন গন্তব্যগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

• **সাংস্কৃতিক বিনিময়:** ক্রীড়া পর্যটন ভ্রমণকারীদের নতুন সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা অর্জনে এবং পর্যটন গন্তব্যের স্থানীয় রীতিনীতি ও ঐতিহ্যে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করে। এটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া এবং উপলব্ধি গঠনে সহায়তা করে।

• **কমিউনিটি বিল্ডিং:** এই পর্যটনে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ একত্রিত হয়ে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ক্রীড়া ইভেন্টকে সমর্থন করেন যা তাদের মধ্যে গর্বের অনুভূতি তৈরি করে ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদযাপনে সাহায্য করে।

• **পরিবেশ সংরক্ষণ:** অনেক ক্রীড়া পর্যটনে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণমূলক বহু কার্যক্রমের প্রচার ও পরিকল্পনা সংগৃহীত হয় যা পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা, ও স্থিতিশীল উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

4. Pilgrimage Tourism (তীর্থস্থান পর্যটন)

তীর্থস্থান পর্যটন মূলত তীর্থস্থান পরিদর্শনের প্রক্রিয়া যা সম্পূর্ণ বা শক্তিশালীভাবে পর্যটকদের ধর্মীয় মনোভাব এবং প্রশান্তি অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করে। ভারতে চার ধাম (অর্থাৎ চারটি আবাস) হল অন্যতম চারটি ধর্মীয় পর্যটন স্থান যেখানে প্রত্যেক হিন্দু ধর্ম অবলম্বনকারী মানুষেরা তাদের জীবদ্দশায় অন্তত একবার হলেও যাত্রা করার চেষ্টা করেন। এই চার ধামগুলি হল বদ্রীনাথ, দ্বারকা, পুরী, এবং রামেশ্বরম এবং এগুলি ভারতে সবচেয়ে বেশি পরিদর্শন করা তীর্থস্থান। এই চার ধাম ছাড়াও উত্তরাখণ্ড রাজ্য তীর্থযাত্রীদের কাছে খুব পবিত্র স্থান যেটি দেবভূমি নামে পরিচিত। এছাড়াও ভারতে বারাণসী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ মন্দির, বৈষ্ণোদেবী মন্দির এবং অমৃতসর হল শীর্ষ বিখ্যাত তীর্থস্থান। এই তীর্থস্থান পর্যটনের কিছু মৌলিক উদ্দেশ্য নীচে উল্লেখ করা হল;

- উপাসনা হিসাবে তীর্থযাত্রা করা;
- কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, পাপ স্বীকার করা, এবং ব্রত পালন করা;
- সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক পরিত্রাণ অর্জন করা; এবং
- কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে স্মরণ করা এবং উদযাপন করা ইত্যাদি।

***PRASHAD Scheme*:** পর্যটন মন্ত্রক 2014-15 সালে স্বীকৃত তীর্থস্থানগুলিকে সামগ্রিকভাবে বিকাশের লক্ষ্যে "National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD)" চালু করেণ, যা **PRASAD Scheme** নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে ২০১৭ সালে এই প্রোগ্রামটির নাম, যা পূর্বে PRASAD ছিল, তা পরিবর্তন করে "National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive (PRASHAD)" রাখা হয়। এই স্কিমটি ধর্মীয় পর্যটনের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার জন্য সমগ্র ভারত জুড়ে তীর্থস্থানগুলির বিকাশ এবং শনাক্তকরণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

5. Cultural Tourism (সাংস্কৃতিক পর্যটন)

যখন পর্যটকেরা সাংস্কৃতিক আগ্রহের জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পর্যটন করেন তখন তা সাংস্কৃতিক পর্যটন নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে পর্যটকেরা নতুন স্থানের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যেমন ঐতিহ্যময় ঐতিহাসিক সংস্কৃতি, ভাষা, খাদ্যভাস, সঙ্গীত, ও নৃত্যকলা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করার ইচ্ছায় পর্যটন করেন। এই সাংস্কৃতিক পর্যটন নিম্নরূপ বিষয়গুলিকে ঘিরে হতে পারে;

- ঐতিহ্যবাহী স্থান, প্রত্নতাত্বিক স্থান, স্মৃতিস্তম্ভ, এবং জাদুঘর;
- স্থাপত্য (ধ্বংসাবশেষ, বিখ্যাত ভবন);
- শিল্প, ভাস্কর্য, কারুশিল্প, গ্যালারী, উৎসব, অনুষ্ঠান;
- সঙ্গীত এবং নৃত্য (শাস্ত্রীয়, লোকজ, সমসাময়িক);
- নাটক (থিয়েটার, চলচ্চিত্র, নাট্যকার);
- ভাষা এবং সাহিত্য অধ্যয়ন, সফর, ঘটনা;
- সাংস্কৃতিক কার্যক্রম (উৎসব, অনুষ্ঠান উদযাপন, আচার অনুষ্ঠান,); এবং
- ধর্মীয় উৎসব, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক পর্যটনঃ

ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম সাংস্কৃতিক পীঠস্থান যেখানে যুগ যুগ ধরে বহু বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। এই দেশে বিশ্বের অনেক ঐতিহ্যময় সাংস্কৃতিক স্মৃতি স্তম্ভ রয়েছে যেগুলি দেশ-বিদেশ থেকে বহু পর্যটকদের আকর্ষণ করে। ভারতে এরকম কয়েকটি বিখ্যাত সাংস্কৃতিক পর্যটন গন্তব্যগুলি নিম্নরূপ;

- পুষ্কর মেলা (রাজস্থান);
- তাজ মহোৎসব (উত্তরপ্রদেশ);
- সুরজ কুন্ড মেলা (হরিয়ানা);
- তাজমহল (উত্তরপ্রদেশ);
- হাওয়া মহল (উত্তরপ্রদেশ);
- হাম্পি মন্দির (কর্নাটক);
- অজন্তা ও ইলোরার গুহা (মহারাষ্ট্র), এবং
- মহাবালিপুরম মন্দির (তামিলনাড়ু) ইত্যাদি।

6. Medical Tourism (চিকিৎসা পর্যটন)

যখন মানুষ দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে চিকিৎসার জন্য পর্যটন করেন, তখন তা মেডিক্যাল ট্যুরিজম বা চিকিৎসা পর্যটন নামে পরিচিত। সম্প্রতিকালে এই চিকিৎসা পর্যটন বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কয়েক দশক আগে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে বহু মানুষ উন্নত দেশগুলির প্রধান চিকিৎসা কেন্দ্র গুলিতে পর্যটন করতেন চিকিৎসার জন্য। কিন্তু সম্প্রতিকালে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কম খরচে চিকিৎসা পরিষেবার জন্য এই ধরনের পর্যটনে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে চিকিৎসা পর্যটনে ভারত একটি অন্যতম গন্তব্য কারণ এখানে সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চমানের স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত নানান পরিষেবা প্রদান করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ

চিকিৎসা, রোগ নির্ণয়, রোগ নিরাময়, এবং অস্ত্রোপচারের জন্য এই দেশে আসেন। এই প্রসঙ্গে **চেন্নাই** শহরকে **'ভারতের স্বাস্থ্যের রাজধানী'** হিসাবে অভিহিত করা হয় কারণ এই শহরটি দেশে আগত বিদেশী স্বাস্থ্য পর্যটকদের প্রায় 45 শতাংশ এবং দেশের প্রায় 30 থেকে 40 শতাংশ স্বাস্থ্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে। চেন্নাই শহরের পাশাপাশি ব্যাঙ্গালোর, চন্ডিগড়, দিল্লি, গুরুগ্রাম, ফরিদাবাদ, জয়পুর, কেরালা, কলকাতা, এবং মুম্বাই ভারতের অন্যান্য জনপ্রিয় চিকিৎসা পর্যটন কেন্দ্র। নিম্নলিখিত কারণ গুলির জন্য ভারতের চিকিৎসা পর্যটন বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে;

- **প্রথমত,** ভারতের এই সমস্থ চিকিৎসা কেন্দ্র গুলিতে কর্মরত বেশিরভাগ ডাক্তার এবং সার্জেনরা সুপ্রশিক্ষিত এবং এদের মধ্যে বেশিরভাগই বিশ্বের উন্নত দেশগুলির (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ) চিকিৎসা কেন্দ্রে কাজ করেছেন অথবা প্রশিক্ষণ অর্জন করেছেন।

- **দ্বিতীয়ত**, এখানকার বেশিরভাগ ডাক্তাররা এবং নার্সরা ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে সাবলীল তাই বিদেশ থেকে যখন কোন পর্যটক চিকিৎসার জন্য আসেন, তাদের ভাষা সংক্রান্ত কোন জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় না। এছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মানুষদের জন্য পরিচিত ভাষায় চিকিৎসা সংক্রান্ত নানান পরিষেবা প্রদান করা হয়।

- **তৃতীয়ত,** চিকিৎসা সংক্রান্ত নানান খরচা মানুষের আয়ত্তের মধ্যে রেখে উন্নত মানের আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হয়।

7. Wellness Tourism (সুস্থ্যতা পর্যটন)

সুস্থ্যতা পর্যটন এক ধরনের স্বেচ্ছাসেবী ভ্রমণ যেখানে পর্যটকেরা বিভিন্ন শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন গন্তব্যে ভ্রমণ করেন। এই পর্যটনের লক্ষ্য হল দৈনন্দিন মানসিক চাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার কৌশল প্রচার করা।এই ধরনের পর্যটনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়া বেশ এগিয়ে। এই শীর্ষক পাঁচটি দেশের মধ্যে সুস্থতা পর্যটনে আমেরিকা সবার শীর্ষে কারণ 2022 সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী সুস্থতা পর্যটনের মোট আয়ের প্রায় 40 শতাংশেরও বেশি অংশীদার এই দেশ। বর্তমানে সুস্থ্যতা পর্যটনে ভারতও একটি অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্য হয়ে উঠেছে যেখানে

বহু পর্যটকেরা যোগব্যায়াম, আয়ুর্বেদ এবং অন্যান্য ঐতিহ্যগত সুস্থ্যতা কৌশল অনুশীলনের উদ্দেশ্যে পর্যটন করেন। এই সুস্থতা পর্যটনের জনপ্রিয় চারটি প্রকারভেদ নিচে আলোচনা করা হল;

- **যোগব্যায়াম:** যোগব্যায়াম অনুশীলনের দ্বারা স্বাস্থ্যের অনেক উপকারিতা রয়েছে কারণ এটি মানসিক চিন্তা ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করে মানসিক স্বাস্থ্যকে সুন্দর করে তোলে। এছাড়াও এটি স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে, ওজন হ্রাস করতে, সঠিকভাবে ঘুম নিয়ন্ত্রণ করতে, এবং মননশীলতা বাড়াতে বিশেষভাবে সাহায্যকারী।

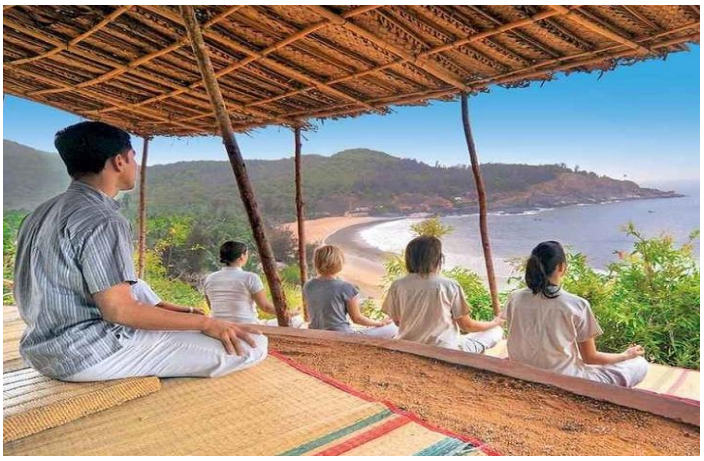

- **রন্ধনসম্পর্কীয় অনুশীলন:** শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্বাস্থ্য অর্জনের অন্যতম একটি নিয়ন্ত্রক হল সঠিক খাদ্যাভ্যাস। এই ধরনের পর্যটনে পর্যটকেরা স্থানীয় রন্ধন প্রণালী সম্পর্কে অনুশীলন করেন এবং কিভাবে এটি সুস্বাস্থ্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে সে সম্পর্কে জ্ঞান আরোহন করেন।
- **আয়ুর্বেদ:** আয়ুর্বেদ হল ভারতের একটি জনপ্রিয় চিকিৎসা পদ্ধতি যা প্রায় 5000 বছরেরও বেশি পুরাতন। আয়ুর্বেদ মূলত বিভিন্ন ভেষজ প্রতিকার এবং যোগব্যায়ামের মাধ্যমে শরীর এবং মনের ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে।
- **ইকোট্যুরিজম:** ইকোটুরিজম এক ধরনের পরিবেশবান্ধব ট্যুরিজম যেখানে পরিবেশের কোন ক্ষতি না করে পর্যটন ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয়। এক্ষেত্রে পর্যটকেরা প্রাকৃতিক পরিবেশের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে।

8. Adventure Tourism (দুঃসাহসিক পর্যটন)

অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বা **দুঃসাহসিক পর্যটন** হল পর্যটন শিল্পের নতুন একটি ধারণা যেখানে পর্যটকেরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিভিন্ন দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের জন্য পর্যটন করেন। ভারতবর্ষে দুঃসাহসিক পর্যটনের বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা যায় যেমন জম্মু কাশ্মীরের *Heli-Skiing,* লাদাখের *Paragliding,* ঋষিকেশের *White Water Rafting,* আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের *Scuba Diving,* সিকিমের *Mountain Biking,* এবং কেরালার *Windsurfing* ইত্যাদি। এই **দুঃসাহসিক পর্যটনকে** বিপদসীমার ঝুঁকি অনুযায়ী দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথাঃ কঠিন দুঃসাহসিক পর্যটন **(Hard Adventure Tourism)** এবং নমনীয় দুঃসাহসিক পর্যটন (**Soft Adventure Tourism**)। নিচে এই দুই ধরনের দুঃসাহসিক পর্যটন সম্পর্কে আলোচনা করা হল;

কঠিন দুঃসাহসিক পর্যটন (Hard Adventure Tourism)

কঠিন দুঃসাহসিক পর্যটনে ঝুঁকির মাত্রা অত্যন্ত বেশি এবং এটি খুবই বিপজ্জনক। এই ধরনের পর্যটনে সঠিক দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। এই ধরনের পর্যটনে পর্যটকেরা প্রায়শই গুরুতর আঘাত এবং অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুরও সম্মুখীন হন। এই ধরনের দুঃসাহসিক পর্যটন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে গুহা ও পর্বত আরোহণ, রক ক্লাইম্বিং, আইস ক্লাইম্বিং, ট্রেকিং, এবং স্কাই ডাইভিং ইত্যাদি।

নমনীয় দুঃসাহসিক পর্যটন (Soft Adventure Tourism)

নমনীয় দুঃসাহসী পর্যটনের ঝুঁকির মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম এবং এটি কম বিপজ্জনক। এই কার্যক্রমগুলি বেশিরভাগই পেশাদার গাইড দ্বারা পরিচালিত হয়। এই ধরনের পর্যটনের ন্যূনতম দক্ষতার প্রয়োজন হয়। কঠিন দুঃসাহসিক পর্যটনের তুলনায় এই পর্যটন কম বিপজ্জনক এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ, তাই এটি অনেক জনপ্রিয় এবং বহু সংখ্যক মানুষ এই ধরনের পর্যটনে অংশগ্রহণ করেন।

ব্যাকপ্যাকিং, ক্যাম্পিং, ইকো-ট্যুরিজম, ফিশিং, হাইকিং, ঘোড়ায় চড়া, শিকার, সাফারি, স্কুবা ডাইভিং, স্কিইং, স্নোবোর্ডিং, এবং সার্ফিং ইত্যাদি নানান ক্রিয়া-কলাপ এই ধরনের পর্যটনের অন্তর্গত।

9. Wildlife Tourism (বন্যপ্রাণী পর্যটন)

বন্যপ্রাণী পর্যটনে পর্যটকেরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিশেষত কোন প্রাকৃতিক পরিবেশে বা কোন সংরক্ষিত এলাকায় বন্য প্রাণী পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেন। এই ধরনের পর্যটন সাধারণত প্রাকৃতিক পরিবেশের কোন সংরক্ষিত এলাকায় অথবা মনুষ্যসৃষ্ট কোনো সুরক্ষিত এলাকায় দেখা যায়, যেমন অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, সংরক্ষিত বনভূমি, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ এবং তাদের আবাসস্থল দেখার জন্য পর্যটকেরা ইকো-ট্যুরিজম, জঙ্গল সাফারি, পর্বত আরোহন ইত্যাদিতে প্রক্রিয়াগুলিতে অংশগ্রহণ করেন। এই ধরনের পর্যটন থেকে উৎপন্ন রাজস্ব বন্যপ্রাণীর জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, আবাসস্থল পুনর্গঠন ইত্যাদি নানান কর্মসূচিতে ব্যবহার করা হয়। বন্যপ্রাণী পর্যটনের একটি অন্যতম জনপ্রিয় পদ্ধতি হল জঙ্গল সাফারি যেখানে ভ্রমণকারীরা পায়ে হেঁটে অথবা কোন প্রাণীর (হাতি, উট, ঘোড়া) পিঠে চড়ে অথবা কোন গাড়িতে চড়ে বিশেষ সংরক্ষণ এলাকা এবং জাতীয় উদ্যান পর্যবেক্ষণ করেন বন্যপ্রাণী দেখার জন্য। ভারতে বন্যপ্রাণী পর্যটনের অন্যতম গন্তব্য গুলি হল;

- উত্তরাখণ্ডের জিম করবেট জাতীয় উদ্যান;
- রাজস্থানের রণথম্ভোর জাতীয় উদ্যান;
- আসামের কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান;
- মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান;
- মধ্যপ্রদেশের পান্না জাতীয় উদ্যান;

- মধ্যপ্রদেশের কানহা জাতীয় উদ্যান; এবং
- পশ্চিমবঙ্গের জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান ইত্যাদি।

বন্যপ্রাণী পর্যটনের ইতিবাচক প্রভাবঃ

- **শিক্ষা ও সচেতনতাঃ** বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বা প্রাণী কল্যাণের মাধ্যমে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।
- **আর্থিক অবদানঃ** যেমন প্রবেশ ফি, ভিজিটর ফি, এবং অপারেটর লাইসেন্সিং ফি ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারি সংস্থাগুলোর আয়ের সুবিধা থাকে।
- **সংরক্ষণ প্রণোদনাঃ** বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা যেমন প্রাকৃতিক আবাসস্থল পুনরুদ্ধার, সুরক্ষিত এলাকা সৃষ্টি, এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নানান প্রয়াস জীববৈচিত্র সংরক্ষণে বিশেষ ভুমিকা পালন করে।

বন্যপ্রাণী পর্যটনের নেতিবাচক প্রভাবঃ

- বন্যপ্রাণী পর্যটন বন্যপ্রাণীদের ওপর তিনটি প্রধান দিক দিয়ে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে যেমন **প্রথমত**, মানুষের কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের স্বাভাবিক আচরণে পরিবর্তন আসতে পারে, **দ্বিতীয়ত**, তাদের শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন আসতে পারে, এবং **তৃতীয়ত**, পরিবেশ দূষণ ও বিভিন্ন অনৈতিক ক্রিয়াকর্মের ফলে তাদের আবাসস্থলের ক্ষতি হতে পারে।
- **মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত (Human-Wildlife Conflict):** বন্যপ্রাণী পর্যটনের একটি অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দিক হল মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত। এক্ষেত্রে পর্যটকদের সাথে বন্যপ্রাণীর সংঘাতের ফলে অনেক নেতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। যেমনঃ বাসস্থানের ক্ষয়ক্ষতি, সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি, বন্যপ্রাণী এবং পর্যটকদের গুরুতর জখম এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

10. Nature Tourism (প্রকৃতি পর্যটন)

প্রকৃতি পর্যটন প্রাকৃতিক এলাকায় একটি দায়িত্বশীল ভ্রমণ, যা প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে সাথে সেই স্থানের সাধারণ মানুষদের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। এই ধরনের পর্যটন কোন একটি এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের আকর্ষণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর নানান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন মরুভূমি, মেরু অঞ্চল, বৃষ্টি অরণ্য, বনভূমি, তৃণভূমি, পর্বত, সৈকত, জলাভূমি, গুহা, মহাসাগর, নদী ইত্যাদি এবং এই প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী নানান প্রাণীর (পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি) জীবনধারা।

প্রকৃতি পর্যটন ও পর্যটকেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপলব্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন যেমন পাখি দেখা, ফটোগ্রাফি, স্টারগেজিং, ক্যাম্পিং, হাইকিং, মাছ ধরা, এবং পার্ক পরিদর্শন ইত্যাদি। ভারতের বিখ্যাত প্রকৃতি পর্যটনের গন্তব্য গুলি হল বান্দিপুর ন্যাশনাল পার্ক (কর্নাটক), করবেট ন্যাশনাল পার্ক (উত্তরাখণ্ড), পাঞ্চেত হিল (পশ্চিমবঙ্গ), এবং সুন্দরবন (পশ্চিমবঙ্গ) ইত্যাদি।

স্থিতিশীল উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই প্রকৃতি পর্যটনের একটি অন্যতম রূপ হলো **ইকো-ট্যুরিজম** যার প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি নিম্নরূপঃ

- এই পর্যটন ব্যবস্থা সাধারনত প্রাকৃতিক সম্পদের কোন ক্ষয়ক্ষতি করে না;
- এটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বিশেষ কার্যকরী;
- এক্ষেত্রে মানুষের চেয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়;
- এটি পরিবেশ সংরক্ষণের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করে; এবং
- এটি পর্যটকদের মধ্যে পরিবেশ এবং বন্যপ্রাণী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের সমৃদ্ধি ঘটায় এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

11. Heritage Tourism (ঐতিহ্যস্থান পর্যটন)

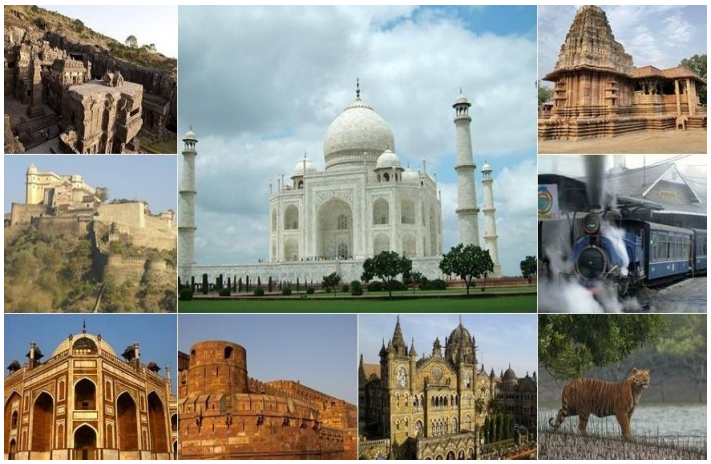

হেরিটেজ ট্যুরিজম বা ঐতিহ্যস্থান পর্যটনে অংশগ্রহণকারী পর্যটকেরা কোন ঐতিহ্যবাহী স্থান, শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য স্মারক, ঐতিহ্যবাহী স্মৃতিস্তম্ভ, উদ্যান, এবং ইউনেস্কো ও বিভিন্ন প্রত্নতাত্বিক সমিতি দ্বারা স্বীকৃত তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহ্যময় স্থানগুলি ভ্রমণ করেন। এই ধরনের পর্যটন কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক স্থান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে। এই ধরনের পর্যটনে পর্যটকেরা সাধারণত দেশের অভ্যন্তরে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি পরিদর্শন করেন। দ্য ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization: **UNESCO**) অনুসারে, ভারতে মোট 42টি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান রয়েছে। এই স্থান গুলির মধ্যে 34টি সাংস্কৃতিক, সাতটি প্রাকৃতিক এবং একটি (কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যান) মিশ্র প্রকৃতির।

UNESCO -দ্বারা স্বীকৃত ভারতের কয়েকটি বিখ্যাত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি নিম্নরূপ:

- আগ্রা ফোর্ট, উত্তরপ্রদেশ
- অজন্তা গুহা, মহারাষ্ট্র
- ইলোরা গুহা, মহারাষ্ট্র
- তাজমহলো, উত্তরপ্রদেশ
- কোনার্ক সূর্য মন্দির, ওড়িশা
- ফতেপুর সিক্রি, উত্তরপ্রদেশ
- শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ
- কুতুব মিনার ও মনুমেন্টস, দিল্লি
- লাল কেল্লা কমপ্লেক্স, দিল্লি

UNESCO -দ্বারা স্বীকৃত ভারতের সাতটি প্রাকৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থান গুলি নিম্নরূপ;

- সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান, পশ্চিমবঙ্গ
- পশ্চিমঘাট পর্বতমালা (কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, গোয়া, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট)
- নন্দা দেবী এবং *Valley of Flowers National Parks*, উত্তরাখণ্ড
- মানস বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অভয়ারণ্য, আসাম
- গ্রেট হিমালয়ান ন্যাশনাল পার্ক, হিমাচল প্রদেশ
- কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান, রাজস্থান
- কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান, আসাম

B. Salient Features of Tourism Products

1. Tourism Products and their Classification:

পর্যটন পণ্য হল সেই সমস্ত পণ্য বা পর্যটন পরিষেবা যেগুলি পর্যটন বা ভ্রমণের সময় ব্যবহৃত হয় সাধারণত পর্যটকদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে আনন্দদায়ক এবং সুবিধাজনক করার জন্য। পর্যটন পণ্যের উদাহরণ গুলি হলঃ

- হোটেল এবং রিসোর্ট
- পর্যটন পরিবহন ব্যবস্থা
- বিভিন্ন টুর প্যাকেজ
- প্রাকৃতিক পরিবেশ
- মিউজিয়াম, ঐতিহ্যবাহী স্থান ইত্যাদি

এই পর্যটন পণ্যকে তার প্রকৃতি অনুযায়ী নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

i. **প্রকৃতি ভিত্তিক পর্যটন পণ্য:** এক্ষেত্রে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ গুলি ব্যবহার করে পর্যটকদের জন্য পর্যটন পণ্য তৈরি করা হয়। উদাহরণ: পাহাড়, নদী, হ্রদ, বনভূমি এবং সমুদ্র ইত্যাদি নানান প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত পর্যটন গন্তব্য।

ii. **মনুষ্যসৃষ্ট পর্যটন পণ্য:** এই ধরনের পর্যটন পণ্য গুলি মানুষের দ্বারা তৈরি। উদাহরণ: ঐতিহাসিক প্রাসাদ, ভবন, স্মৃতিস্তম্ভ, হোটেল ইত্যাদি।

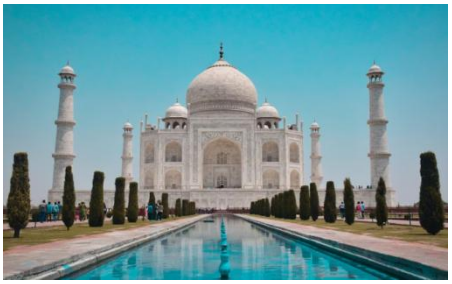

iii. **সিমবায়োটিক পর্যটন পণ্য:** সিমবায়োটিক পর্যটন পণ্যে প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট উভয় বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মালদ্বীপের সমুদ্রে যে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম লক্ষ্য করা যায় তা যেমন মানুষের সৃষ্টি তেমনি এই টুরিজম ক্রিয়াকলাপস্বরূপ পরিচালিত করার জন্য প্রকৃতি প্রদত্ত সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল হতে হয়।

iv. **সাইট বা স্থান ভিত্তিক পর্যটন পণ্য:** সাইট-ভিত্তিক পর্যটন পণ্যগুলি প্রাথমিকভাবে একটি নির্দিষ্ট স্থান বা সাইটের চারপাশে অবস্থিত। উদাহরণ: জলপ্রপাত, ঐতিহাসিক স্থান ইত্যাদি।

v. **ইভেন্ট ভিত্তিক পর্যটন পণ্য:** পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য নির্দিষ্ট গন্তব্যে ইভেন্ট ভিত্তিক পর্যটন পণ্যের আয়োজন করা হয়। এই ধরনের পর্যটন পণ্য ঐতিহ্যগত বা প্রচারমূলক প্রকৃতির হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ভারতের এলাহাবাদ, উজ্জয়নী, নাসিক, এবং হরিদ্বারের সংঘটিত বিখ্যাত কুম্ভমেলা একটি ইভেন্ট ভিত্তিক পর্যটন পণ্যের উদাহরণ।

2. Salient Features of Tourism Products:

- **Intangibility:** পর্যটন পণ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অধরা প্রকৃতির হয় কারণ এটি স্পর্শ করা যায়না বরং অনুভব করতে হয়। যেমন হিমালয়ের সৌন্দর্যকে স্পর্শ করা যায়না তা কেবল চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ দ্বারা অনুভব করা হয়।
- **Inseparability**: পর্যটন পণ্য অবিচ্ছেদ্য প্রকৃতির হয় কারণ একে পর্যটন গন্তব্য থেকে আলাদা করা যায় না। যেমন হিমালয়ের সৌন্দর্য আমরা উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে গিয়েই স্বচক্ষে অনুভব করতে পারি কিন্তু হিমালয়কে সাথে নিয়ে আসতে পারিনা।

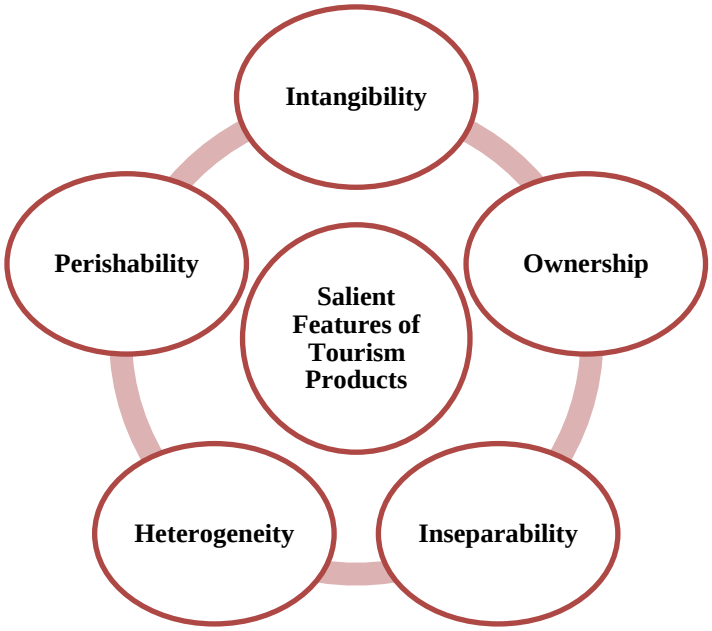

- **Heterogeneity:** পর্যটন পণ্যের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল ভিন্নধর্মীতা। গবেষণায় দেখা গেছে, একই পর্যটন পণ্যের উপলব্ধি ব্যক্তি বিশেষে এবং ভিন্ন প্রকৃতিতে বিভিন্ন উপলব্ধি রয়েছে। যেমন একটি

পর্যটকের কাছে পাহাড় প্রিয় পর্যটন গন্তব্য হলেও অন্য আরেকটি পর্যটকের কাছে হয়তো পাহাড় প্রিয় পর্যটন গন্তব্য নয়।

- **Perishability:** পচনশীলতা পর্যটন পণ্যের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে পর্যটক যতক্ষণ পর্যটন গন্তব্যে উপস্থিত থাকেন ততক্ষণই তিনি পর্যটন পণ্য ও পরিষেবা ভোগ করতে পারেন। কিন্তু পর্যটন গন্তব্য পরিত্যাগের পর তিনি আর সেই পর্যটন পণ্য ভোগ করতে পারেননা; কারণ এক্ষেত্রে পর্যটন পণ্যের উৎপাদন এবং ব্যবহার একই সাথে হয়।
- **Ownership:** পর্যটন পণ্যের উপর পর্যটকদের কোন মালিকানা থাকে না কারণ এক্ষেত্রে তারা পর্যটন পণ্য এবং পরিষেবা ভোগের জন্য কেবলমাত্র অর্থ প্রদান করেন কিন্তু মালিকানা পাননা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি হোটেলের রুম বুকিং করা হলে পর্যকরা সেখানে কেবলমাত্র কয়েক দিন থাকতে পারেন কিন্তু তার মালিক হতে পারেন না।

Source: https://egyankosh.ac.in/

Practice Questions

1. **Discuss the various forms of tourism in the modern period. (10 marks)**
2. **What do you mean by tourism product? Write down the salient features of tourism products. (2+8=10 marks)**
3. **Define each form of tourism in the modern era: (2 marks each)**
    - **Educational Tourism**
    - **Business Tourism**
    - **Sports Tourism**
    - **Pilgrimage Tourism**
    - **Cultural Tourism**
    - **Medical Tourism**
    - **Nature Tourism**
    - **Wildlife Tourism**
    - **Heritage Tourism**
    - **MICE tourism**
    - **Eco-Tourism**
4. **Make a classification of tourism products with suitable examples. (5 marks)**

Unit: III: Stakeholders of Tourism and Travel Management

A. State Level Organisation

Department of Tourism (Government of West Bengal)

1. Department of Tourism (Government of West Bengal)

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগ হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে কর্মরত একটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যা মূলত পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন শিল্পের প্রসার এবং উন্নয়নের জন্য সংঘটিত। এই বিভাগটি পর্যটন সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিষেবার প্রচার এবং সামগ্রিক উন্নয়নের সুবিধার্থে গঠিত হয়েছে। এই পর্যটন বিভাগে **WBTDCL** নামে একটি ইউনিট রয়েছে যার অধীনে সারা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জেলায় অনেক পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে অনলাইন পরিষেবার মাধ্যমে পর্যটন সম্পর্কিত নানান সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের এই পর্যটন বিভাগ বেশ কয়েকটি উদ্যোগের মাধ্যমে সারা বছর ধরে **WBTDCL**-এর মারফত বিভিন্ন স্থানে নানান ট্যুর প্যাকেজ অফার করে এবং একইসাথে বিশেষ উপলক্ষ এবং উৎসবের দিন গুলিতে যেমন দুর্গাপূজা (যা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম উৎসব), বড়দিন, পৌষ মেলা, বসন্ত উৎসব ইত্যাদির সময় বিভিন্ন প্যাকেজের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পর্যটনের প্রচার করে। এই বিভাগটি ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, সোশ্যাল মিডিয়া, রেডিও এবং টিভির পাশাপাশি অডিও-ভিজ্যুয়াল পদ্ধতির মাধ্যমে ডিজিটাল উপস্থিতি রয়েছে।

2. Mission of West Bengal Tourism Department (পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগের লক্ষ্য):

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম সাংস্কৃতিক ও জাতিগতভাবে বৈচিত্র্যময় রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন বিভাগের লক্ষ্য রাজ্যের অনন্য ভৌগোলিক পরিবেশ এবং পর্যটন-সম্পর্কিত বিভিন্ন সম্পদ প্রদর্শনের মাধ্যমে পর্যটন এবং পর্যটন সম্পর্কিত বিনিয়োগের প্রচার করা। এই বিভাগটি একটি সমন্বিত পদ্ধতিতে পর্যটন শিল্পের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলার সাথে সাথে রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটায় এবং বিভিন্ন আইন, বিধি, ও প্রবিধানের মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশ সুরক্ষা বজায় রাখতে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখে।

3. Vision of West Bengal Tourism Department (পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগের দৃষ্টিভঙ্গি):

পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ একটি রাজ্য যার সৌন্দর্যতাকে পর্যটন শিল্পে ব্যবহার করে পর্যটন শিল্পে উন্নতি করা যেতে পারে। রাজ্যের পর্যটন নীতি অনুসারে, রাজ্যে বিভিন্ন পর্যটন পণ্য/গন্তব্যগুলিকে সক্রিয়ভাবে বিকাশ করতে এই সম্পদগুলিতে মনোনিবেশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে যেসব পর্যটন পণ্য/গন্তব্যগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় সেগুলি নিম্নরূপ:

i. প্রকৃতি ভিত্তিক পর্যটন

পশ্চিমবঙ্গে মরুভূমি ছাড়া দেশের বিদ্যমান বেশিরভাগ প্রাকৃতিক সম্পদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই সম্পদগুলির মধ্যে কিছু অনন্য সম্পদ রয়েছে যেমন সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনভূমি ও ব-দ্বীপ অঞ্চল, দার্জিলিঙ-কালিম্পং এর হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, ডুয়ার্সের সবুজ চা বাগান ও বন্যপ্রাণীর সৌন্দর্য, পুরুলিয়ার পাহাড়ি এলাকা, এবং দীঘার সমুদ্র সৈকত ইত্যাদি। এই প্রাকৃতিক সম্পদ গুলি তাদের বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যের জন্য এই রাজ্যকে অন্য রাজ্যদের তুলনাই বিশেষ প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা দেয়। ভবিষ্যতে এই প্রাকৃতিক সম্পদ গুলিকে ঘিরে পর্যটন শিল্পকে আরো উন্নত করে তোলার পরিকল্পনা চলছে, যার মধ্যে থাকবে সুন্দরবন পর্যটন, প্ল্যান্টেশন ট্যুরিজম, সাগর ও উপকূলীয় পর্যটন, পর্বত পর্যটন, ইকো এবং ফরেস্ট ট্যুরিজম এবং নদী পর্যটন ইত্যাদি।

ii. সাংস্কৃতিক পর্যটন

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অন্যতম সাংস্কৃতিক পীঠস্থান। পশ্চিমবঙ্গের এই সাংস্কৃতিক সম্পদকে পর্যটনের দৃষ্টিকোণ থেকে আরও জোরালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার যাতে রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে একটি অতুলনীয় জোয়ার দেওয়া যায়। সাংস্কৃতিক পর্যটনের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে মেলা এবং উৎসব পর্যটন, ঐতিহ্যস্থান পর্যটন, শিল্প ও কারুশিল্প পর্যটন, রন্ধনপ্রণালী পর্যটন, চলচ্চিত্র পর্যটন, এবং গ্রাম তথা গ্রাম্য জীবন পর্যটন ইত্যাদি।

iii. ধর্মীয় পর্যটন

ভারত তার ধর্মীয় উপাসনালয়ের জন্য সুপরিচিত। বর্তমানে দেশব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় গন্তব্যে পর্যটন, ভ্রমণের একটি অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধর্মীয় পর্যটনে পশ্চিমবঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যা ধর্মীয় স্থান সম্পৃক্ত পর্যটন পণ্যের উন্নয়ন করবে।

iv. সমসাময়িক পর্যটন

বর্তমান সময় সাপেক্ষে পর্যটন শিল্পে প্রতিযোগিতামূলক থাকার জন্য সমসাময়িক আকর্ষণীয় বিভিন্ন পর্যটন পণ্যের প্রতি গুরুত্ব নিবেশ করতে হবে যেগুলোর আকর্ষণে মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করে। সমসাময়িক পর্যটনে শপিং ট্যুরিজম, কনভেনশন ট্যুরিজম, অবসর ও বিনোদন মূলক ট্যুরিজম, মেডিকেল ট্যুরিজম, রেল ট্যুরিজম, হাইওয়ে ট্যুরিজম, স্পোর্টস ট্যুরিজম, স্পেশাল ট্যুরিজম, এবং অন্যান্য পর্যটন পণ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

4. পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগের অন্তর্গত শীর্ষ পর্যটন গন্তব্য স্থানগুলি হল কালিম্পং, দীঘা, সুন্দরবন, দার্জিলিং, ডুয়ার্স, শান্তিনিকেতন, পুরুলিয়া, বিষ্ণুপুর এবং কলকাতা ইত্যাদি।

5. পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগের অন্তর্গত কিছু পর্যটন সম্পত্তি হল অরণ্য (জলদাপাড়া), মাতলা (সুন্দরবন), মেঘবালিকা (দার্জিলিং), মতিঝিল পার্ক (মুর্শিদাবাদ), এবং রঙ্গবিতান (বোলপুর) ইত্যাদি।

Source: West Bengal Tourism Department (wbtourism.gov.in)

West Bengal Tourism Development Corporation Limited (WBTDCL)

1. **West Bengal Tourism Development Corporation Limited (WBTDCL)** হল একটি রাজ্য সরকারী সংস্থা যা পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগের অন্তর্গত থেকে পর্যটনের প্রচার করে। এই সংস্থাকে 1974 সালের 29 এপ্রিল, **Companies Act, 1956** এর দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।
2. এটি পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগের অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা যার মূল উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গে পর্যটনের বিকাশ এবং প্রচার ঘটানো। এই উদ্দেশ্যে এই সংস্থা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পর্যটন স্থানে হোটেল, লজ, গেস্ট হাউস, মোটেল, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছে এবং বিভিন্ন আকর্ষণীয় ট্যুর প্যাকেজের মাধ্যমে এই পর্যটন গন্তব্য গুলিকে আরো জনপ্রিয় করে তুলেছে।
3. **WBTDCL** পশ্চিমবঙ্গে আগত দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় পর্যটকদের জন্য তার সংস্থান এবং দক্ষতা সরবরাহ করতে এবং রাজ্যের শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং প্রকৃতির অভিজ্ঞতা অর্জনে তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

4. বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 39 টির বেশি জায়গায় পর্যটন পরিষেবা প্রদানের জন্য এই সংস্থার লজ এবং হোটেল ব্যবস্থাপনা আছে যেগুলির মধ্যে জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য গুলি হল বকখালি, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, বোলপুর, দার্জিলিং, বহরমপুর, ডায়মন্ড হারবার, দিঘা, জলপাইগুড়ি, জলদাপাড়া, জয়ন্তী-বক্সা, ঝাড়গ্রাম, কালিম্পং, লাটাগুড়ি, মূর্তি, পুরুলিয়া, রামপুরহাট, সুন্দরবন, শিলিগুড়ি, এবং সল্টলেক ইত্যাদি।
5. পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন শিল্পকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এই সংস্থা অনেক আকর্ষণীয় ট্যুর প্যাকেজের প্রচার করে যেমন সুন্দরবন ট্যুর প্যাকেজ, পৌষমেলা ট্যুর প্যাকেজ, কলকাতা কানেক্ট সিটি ট্যুর প্যাকেজ ইত্যাদি।
6. এই সংস্থা পর্যটন পরিষেবার পাশাপাশি দিবারাত্রি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আনুষাঙ্গিক পরিষেবা প্রদান করে থাকে যেমন 24 ঘন্টা জেনারেটর এর ব্যবস্থা, এয়ারকন্ডিশনের ব্যবস্থা, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণের ব্যবস্থা, গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা, ইন্টারনেটের ব্যবস্থা, কনফারেন্স রুমের ব্যবস্থা, রেস্তোরাঁ এবং খাবারের আয়োজন ইত্যাদি।
7. WBTDC-এর অধীনে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র পর্যটন ব্যবস্থাপনাকে **সাতটি প্রধান পর্যটন বর্তনীতে** (**Tourism Circuits**) ভাগ করা হয় যেগুলি সম্পর্কে নিচের টেবিলে আলোচনা করা হল;

প্রধান পর্যটন বর্তনী	জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র	উদাহরণ
Himalayan Circuit (হিমালয় পর্যটন বর্তনী)	দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়ং, শিলিগুড়ি	Hill Top Tourism Property Earlier Hill Top Tourist Lodge: Kalimpong
Wildlife Circuit (বন্যপ্রাণী পর্যটন বর্তনী)	জলদাপাড়া, মূর্তি, জলপাইগুড়ি, সুন্দরবন, লাটাগুড়ি,	Moorti Tourism Property Earlier Murti Tourist Lodge: Murti
Heritage Circuit (ঐতিহ্য স্থান পর্যটন বর্তনী)	মালদা, বহরমপুর, বোলপুর, বিষ্ণুপুর, তারকেশ্বর	Shantobitan Tourism Property Earlier Shantiniketan Tourist Lodge: Bolpur
Riverine Circuit (নদীকেন্দ্রিক পর্যটন বর্তনী)	ডায়মন্ড হারবার, মাইথন, হুগলি	Sabujdweep Tourism Property, Balagarh
Metro Circuit (মেট্রো অঞ্চল পর্যটন বর্তনী)	ব্যারাকপুর, সল্টলেক, কালীঘাট	Udayachal Tourism Property Earlier Udayachal Tourist Lodge: Salt Lake

Town Circuit (শহরাঞ্চল পর্যটন বর্তনী)	দুর্গাপুর, রামপুরহাট, গজলডোবা, রায়গঞ্জ	Bhorer Alo Tourism Property: Gazoldoba
Beach Circuit (সৈকত পর্যটন বর্তনী)	বকখালি, দীঘা, গঙ্গাসাগর	Gangasagar Tourism Property: Gangasagar

Source: West Bengal Tourism Development Corporation Limited, 2024

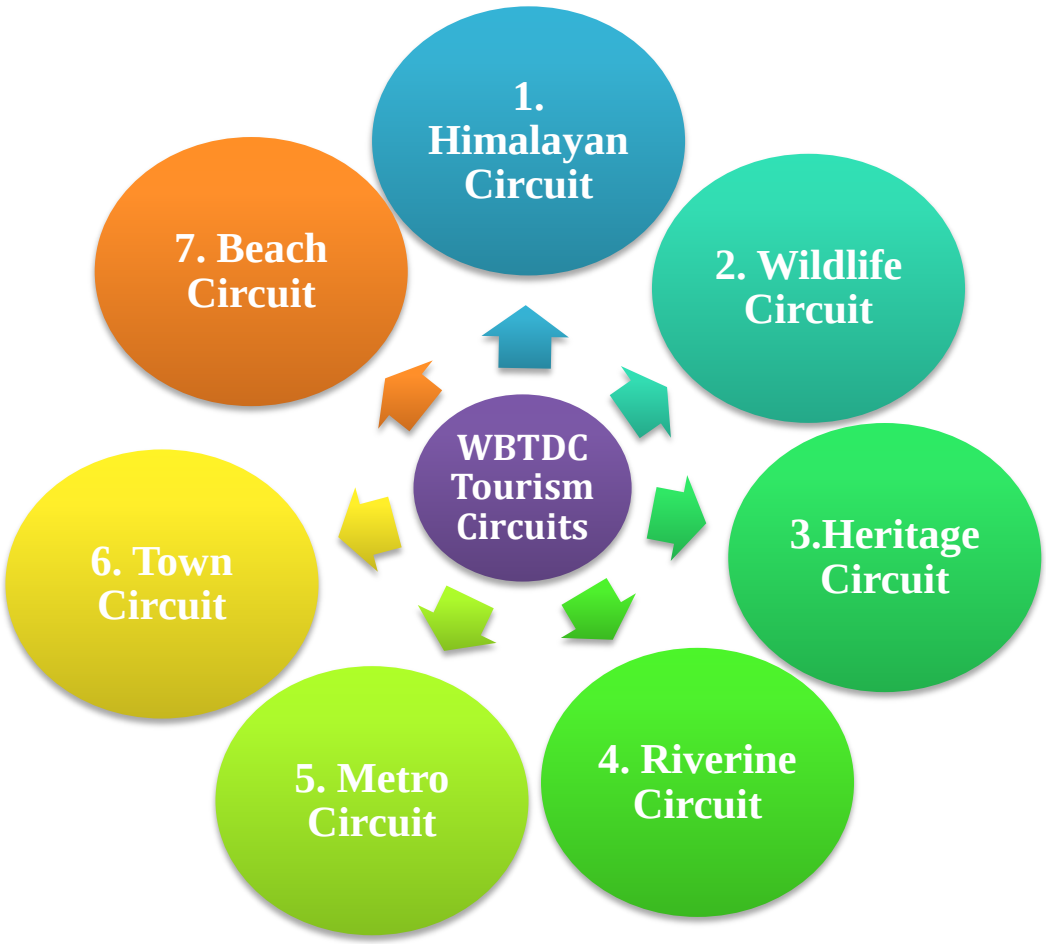

Himalayan Circuit, Darjeeling

Wildlife Circuit, Jaldapara

Beach Circuit, Digha

Riverine Circuit, Maithon Dam

Heritage Circuit, Bishnupur

Metro Circuit, Salt Lake

Town Circuit, Gazoldoba

B. National Level Tourism and Travel Organisations		
Organization	**Full Name**	Functions
1. Ministry of Tourism Government of India		Ministry of Tourism, ভারত সরকারের অধীনে কর্মরত একটি কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রণালয় যা সারা দেশে পর্যটনের উন্নয়ন ও প্রচারের জন্য জাতীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এই পর্যটন মন্ত্রকের আঞ্চলিক কার্যালয়গুলি পাঁচটি শহরে অবস্থিত যথা চেন্নাই, গুয়াহাটি, কলকাতা, মুম্বাই, এবং নয়া-দিল্লি। এই পাঁচটি শহর ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের অন্যান্য কার্যালয়গুলি আগ্রা, ঔরঙ্গাবাদ, বেঙ্গালুরু, ভুবনেশ্বর, গোয়া, হায়দ্রাবাদ, ইম্ফল, ইন্দোর ইত্যাদি শহরে অবস্থিত। এই সংস্থা বিভিন্ন বিপণন এবং প্রচারমূলক পদ্ধতির দ্বারা যেমন বিজ্ঞাপন প্রচার থেকে শুরু করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলা, অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী তথা নানান ইভেন্টে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সারা বিশ্বের কাছে ভারতকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করে। এই মন্ত্রণালয় পর্যটনের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের সাথে সাথে পর্যটন সম্পর্কিত অবকাঠামোগত উন্নয়নে (পরিবহন নেটওয়ার্ক, হোটেল, রেস্তোরাঁ, রিসর্ট, পর্যটন সার্কিট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা) বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও এই মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, দেশের ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি সংরক্ষণের জন্য নানান কর্মসূচি গ্রহণ করে। পর্যটন মন্ত্রক 2014-15 সালে স্বদেশ দর্শন স্কিম চালু করে যার মাধ্যমে দেশের থিম্যাটিক ট্যুরিস্ট সার্কিটগুলির সমন্বিত উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে। এই প্রেক্ষাপটে, পর্যটন মন্ত্রকের অধীনে 76 টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। পর্যটন মন্ত্রক 2014-15 সালে দেশের স্বীকৃত তীর্থস্থানগুলির সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে "National Mission on **P**ilgrimage **R**ejuvenation and **S**piritual **A**ugmentation **D**rive

		(PRASAD)" চালু করে, যা **PRASAD Scheme** নামে পরিচিত। এই স্কিমটি ধর্মীয় পর্যটনের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার জন্য সমগ্র ভারত জুড়ে তীর্থস্থানগুলির বিকাশ এবং শনাক্তকরণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
2. ITDC	India Tourism Development Corporation	1966 সালে প্রতিষ্ঠিত, ইন্ডিয়া ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ITDC) ভারতের কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে কর্মরত একটি সরকারি সংস্থা যা দেশের পর্যটন শিল্পের বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ, প্রত্যন্ত এলাকার গুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন, হোটেল নির্মাণ, ট্যুরিজম সার্কিট প্রতিষ্ঠা, রেস্টুরেন্ট নির্মাণ ইত্যাদি নানান ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সংস্থা দেশের পর্যটনের অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সাথে ভ্রমণ, পর্যটন, এবং আতিথেয়তা-সম্পর্কিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা গুলি প্রদান করে। বর্তমানে কর্পোরেশন পরিবহন সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যটন স্থানে হোটেল ও রেস্তোরাঁ পরিচালনা করে। আইটিডিসি আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে দেশের অনগ্রসর এলাকায় পর্যটন ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
3. DGCA	Directorate General of Civil Aviation	Directorate General of Civil Aviation (DGCA), ভারতের বেসামরিক বিমান চলাচলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এটি ভারতের বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের সাথে সংযুক্ত একটি অফিস যা দেশের অভ্যন্তরে বেসামরিক বিমান চলাচলের সুরক্ষা, নিরাপত্তা, এবং দক্ষতা সম্পর্কিত বিষয়গুলি সূক্ষ্মভাবে তদারকি করে। DGCA-এর সদর দফতর নয়াদিল্লিতে অবস্থিত, যার আঞ্চলিক কার্যালয় গুলি মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই, এবং ব্যাঙ্গালোর শহরে রয়েছে। DGCA -এর মূল লক্ষ্য হল একটি সুষ্ঠু নিরাপত্তা তদারকি ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে নিরাপদ,

		সুরক্ষিত, এবং দক্ষ বিমান পরিষেবা প্রদান করা।
4. ASI	Archaeological Survey of India	1861 সালে ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার কানিংহাম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত Archaeological Survey of India (ASI) একটি ভারতীয় সরকারী সংস্থা যা দেশের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক স্থান, বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভ এবং ঐতিহ্যময় নিদর্শনগুলি বছরের পর বছর ধরে রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণ করে আসছে। এই সংস্থা দেশের ঐতিহ্যময় স্থান গুলি সংরক্ষণের পাশাপাশি, নিয়মিত প্রত্নতাত্বিক অনুসন্ধান এবং খনন পরিচালনার মাধ্যমে প্রত্নতাত্বিক গবেষণাকে উৎসাহিত করে। বর্তমানে, ASI দেশের প্রায় 3656-টি প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভকে জাতীয় ঐতিহ্য হিসাবে ঘোষণা করেছে যার মধ্যে মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, সমাধি থেকে শুরু করে প্রাসাদ, দুর্গ, কূপ এবং গুহা ইত্যাদি নানান ঐতিহ্য অন্তর্ভুক্ত আছে। ASI-এর তত্বাবধানে ভারতের বিখ্যাত ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গুলি হল মহাবালিপুরম, অজন্তা এবং ইলোরা, হাম্পি, কুরুক্ষেত্র, চিতোরগড়, কুম্ভলগড়, শিবসাগর, এবং ফতেহপুর সিক্রি ইত্যাদি।

Source: Ministry of Tourism Annual Report, 2022-2023; DGCA Organisation Manual, 2021; Archaeological Survey of India.

C. International Level Tourism and Tarvel Organization		
Organization	Full Name	Functions
UNWTO	United Nations World Tourism Organization	UNWTO জাতিসংঘের অধীনে কার্যশীল একটি বিশ্ব পর্যটন সংস্থা যা বিশ্বব্যাপী দায়িত্বশীল, স্থিতিশীল, এবং সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য পর্যটন ব্যবস্থার প্রচার করে। এই বিশ্ব পর্যটন সংস্থার সদর দপ্তর স্পেনের মাদ্রিদে অবস্থিত। UNWTO বিশেষত ছয়টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে যেগুলি হল: Competitiveness অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ গড়ে তোলা, Sustainability অর্থাৎ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে স্থিতিশীল পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা, Poverty reduction অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী দারিদ্রতার হ্রাসের নানান প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা, Capacity building অর্থাৎ দেশগুলির নিজস্ব সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা সৃষ্টি করা, Partnerships অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক এবং অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা, and Mainstreaming অর্থাৎ পর্যটনের মূলধারা বজায় রেখে আর্থিক উন্নয়ন কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই সংস্থার মূল লক্ষ্য হল পর্যটনের বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক, এবং সাংস্কৃতিক দিকগুলির ইতিবাচক প্রভাব সর্বাধিক করা এবং নেতিবাচক প্রভাব গুলি কমিয়ে নিয়ে আসা। বর্তমানে (2024) জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থায় মোট 160টি সদস্য দেশ, 6 টি সহযোগী সদস্য, 2 টি পর্যবেক্ষক, এবং 500-এর বেশি অধিভুক্ত সদস্য রয়েছে।

UFTAA	United Federation of Travel Agents Associations	United Federation of Travel Agents Associations (UFTAA)-ট্রাভেল এজেন্ট এবং ট্যুর অপারেটরদের একটি সমিতি যা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন পর্যটন পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি বিশ্বের নানান স্থানে ভ্রমণকে উৎসাহিত করে। এটি বিশ্বের ভ্রমণ এবং পর্যটন সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম একটি বৃহৎ সংস্থা। 1966 সালে, এটি ইতালির রোমে দুটি বৃহৎ বিশ্ব সংস্থার (FIAV এবং UOTAA) একীভূতকরণের মাধ্যমে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে এই সমিতির 120 টি সদস্য দেশে প্রায় 30,000 টিরও বেশি ট্রাভেল এজেন্সি রয়েছে যেগুলি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পর্যটন পরিষেবা প্রদান করে।
WTTC	World Travel and Tourism Council	ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম কাউন্সিল বিশ্ব-পর্যটন ব্যবস্থায় নানান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিক গুলি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। WTTC 1990 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যা বিভিন্ন দেশের সরকার ও নানান আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কাজ করে বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে ও আন্তর্জাতিক রপ্তানি ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত করে। WTTC-এর সদর দফতর বর্তমানে লন্ডনে অবস্থিত। এটি ভ্রমণ এবং পর্যটন খাতের জন্য স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রচার করে। WTTC পর্যটন শিল্পকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শিল্প হিসেবে সম্প্রচার করে যা বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্রায় 255 মিলিয়ন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে এবং 9 শতাংশ জিডিপির অংশীদারিত্ব বহন করে।

IATA	International Air Transport Association	ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন (IATA) বিশ্ব পর্যটন শিল্পে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা বিশেষত বিশ্বব্যাপী নিরাপদ, সুরক্ষিত, এবং দক্ষ বিমান পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি বিশ্বের এয়ারলাইনগুলির জন্য বাণিজ্য সমিতি, যা প্রায় 320-টি এয়ারলাইন বা বিশ্বের মোট বিমান ট্রাফিকের 83% অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে। IATA বিশ্বের ভোক্তাদের সুবিধার জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, সুরক্ষিত, এবং লাভজনক বিমান পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে আন্তঃ-এয়ারলাইন সহযোগিতার প্রধান বাহন হিসাবে কাজ করে। 1945-সালের, 19শে এপ্রিল কিউবার হাভানায় IATA প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। IATA প্রতিষ্ঠার সময় মোট 31টি দেশ থেকে 57 জন সদস্য ছিল, যাদের বেশিরভাগই ছিল ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা থেকে। কিন্তু বর্তমানে (2024), বিশ্বের প্রতিটি অংশে 120টি দেশ থেকে এর প্রায় 320 জন সদস্য রয়েছে।
PATA	Pacific Asia Travel Association	1951 সালে প্রতিষ্ঠিত, প্যাসিফিক এশিয়া ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশন (PATA) একটি ভ্রমণ সংস্থা যা এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে ভ্রমণ এবং পর্যটন শিল্পের দায়িত্বশীল বিকাশের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলিকে সংযুক্ত করে। এর সদর দপ্তর থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অবস্থিত। এই অ্যাসোসিয়েশন তার সদস্য সংস্থাগুলিকে সমন্বিত অ্যাডভোকেসি, অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ গবেষণা, এবং আকর্ষণীও ইভেন্টের সরবরাহ করে, যার মধ্যে রয়েছে 95টি পর্যটন সংস্থা, 25টি আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা এবং বিমানবন্দর, 108টি আতিথেয়তা সংস্থা, 72টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শত শত ভ্রমণ শিল্প সংস্থা যেগুলি এশিয়া–প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল সহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে।

ICAO	International Civil Aviation Organization	1947 সালে প্রতিষ্ঠিত, ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন (ICAO) হল একটি জাতিসংঘের সংস্থা যা 193টি দেশকে একসাথে সহযোগিতা করতে এবং তাদের পারস্পরিক সুবিধার জন্য তাদের আকাশ পথ ভাগ করে নিতে সহায়তা করে। এই সংস্থা নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং দক্ষ আন্তর্জাতিক বিমান ভ্রমণের সুবিধার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা পর্যটনের বিকাশ এবং বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। সংগঠনটির সদর দপ্তর কানাডার মন্ট্রিলে অবস্থিত। এছাড়াও ব্যাংকক, কায়রো, ডাকার, লিমা, মেক্সিকো সিটি, নাইরোবি এবং প্যারিসে এর আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক অফিসগুলি রয়েছে। ICAO-এর দৃষ্টিভঙ্গি হল বিশ্বব্যাপী বেসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থায় স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি অর্জন করা। ICAO-এর লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচলের জন্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশ্বব্যাপী ফোরাম হিসাবে পরিবেশন করা।

Source: UN Tourism (unwto.org); WTTC (https://wttc.org/); IATA (https://www.iata.org/); PATA (https://www.pata.org/); ICAO (https://www.icao.int/Pages/default.aspx).

7P's in Tourism Marketing

Sl no.	7P's in Tourism	Description
1	Product	Product includes the services offered to travellers. (Product বলতে ভ্রমণকারীদের দেওয়া পরিষেবাকে বোঝাই) Example: transportation, accommodation, etc. services
2	**Price**	Price includes the amount of money charged for tourism products and services. (Price হল পর্যটন পণ্য এবং পরিষেবার জন্য খরচ করা অর্থের পরিমাণ) Example: Rs. 25,000 charged for 1 person 4 days tour in Kashmir.
3	**Place**	It includes the channels through which tourism products and services are distributed. (Place সেই সমস্থ মাধ্যমগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যার মাধ্যমে পর্যটন পণ্য এবং পরিষেবাগুলি পর্যটকদের বিতরণ করা হয়) Example: travel agencies, tour operators, hotels, etc.
4	**Promotion**	Promotion includes the marketing strategies to attract tourists. (Promotion বা প্রচার হল পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য সম্প্রচারিত বিপণন কৌশল) Example: sales promotions, tour packages, etc.
5	**People**	People include human who participate in tourism including both customers and employees. (People বলতে পর্যটক এবং পর্যটন পরিষেবা প্রদানকারী উভয় শ্রেণির বাক্তিদের বোঝায়) Example: traveller, tourist, tour operators, etc.
6	**Process**	Process includes the systems and procedures to deliver tourism products and services. (Process বলতে কিছু সিস্টেম এবং পদ্ধতিকে বোঝাই যার দ্বারা পর্যটন পণ্য এবং পরিষেবাদি সরবরাহ করা হয়) Example: hotel booking, ticket booking, etc.
7	**Physical Evidence**	It includes the environment and space where the service occurs. (Physical Evidence পরিবেশ এবং স্থানকে অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে পর্যটন পরিষেবাটি ঘটে) Example: physical environments, resorts, etc.

Ease of Tourism: Role of AI, GPS, and Internet Connectivity

AI (Artificial Intelligence)	Artificial Intelligence (AI) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হল উন্নত মানের আধুনিক প্রযুক্তি যা কম্পিউটার এবং মেশিনকে মানুষের বুদ্ধিমত্তা এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অনুকরণ করতে সক্ষম করে। AI আবাসন সুবিধা, রেস্তোরাঁ পরিষেবা, পর্যটন আকর্ষণ ইত্যাদির জন্য পর্যটকদের পছন্দমত সুপারিশ বা তালিকা প্রদান করে। AI চালিত চ্যাটবটগুলি পর্যটনের সময় ভ্রমণকারীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষনিক সহায়তা প্রদান করে, যেমন কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, দিকনির্দেশ করা, পর্যটন সম্পর্কিত নানান সুবিধা সংরক্ষণ করা ইত্যাদি। এটি ভাষা অনুবাদ করার সাথে সাথে language barriers দূর করতে সমর্থ হয় যা পর্যটন গন্তব্যে স্থানীয় মানুষদের সাথে পর্যটকদের communication সহজতর করে।
GPS	গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম বা জিপিএস (GPS) হল স্যাটেলাইট এবং রিসিভিং ডিভাইসের একটি নেটওয়ার্ক যা পৃথিবীর যেকোনো বস্তুর অবস্থান নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি ভ্রমণকারীকে যেকোনো স্থানে তাদের অবস্থান নির্ধারনে সহায়তা করে। এটি

(Global Positioning System)	অজানা গন্তব্যে দিকনির্দেশ প্রদান করে এবং রিয়েল টাইম নেভিগেশনের মাধ্যমে ভ্রমণের রুটগুলি নিরীক্ষণ করে। এটি পর্যটনের সময় আবাসন সুবিধা, পরিবহন সুবিধা, পর্যটন আকর্ষণ, রেস্তোরাঁ, রাস্তা ইত্যাদি খুঁজে বের করতে সাহায্য করে।
Internet Connectivity	Internet connectivity বা ইন্টারনেট সংযোগ পর্যটন গন্তব্য, কাছাকাছি পর্যটন আকর্ষণ, বাসস্থান সুবিধা, পরিবহন সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে নানান তথ্য প্রদান করে। এছাড়াও এটি ভ্রমণকারীদের তাদের পরিবারের সদস্য, বন্ধু, সহযাত্রীর সাথে রিয়েল টাইম যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সংযুক্ত রাখে।

Artificial Intelligence (AI)

Global Positioning System (GPS)

Internet Connectivity

Practice Questions

1. **Briefly discuss the role of State level organizations in tourism and travelling. 10**
2. **Briefly discuss the role of National level organizations in tourism and travelling. 10**
3. **Briefly discuss the role of International level organizations in tourism and travelling. 10**
4. **Write the fulform of the following tourism and travel organizations:**
    - **WBTDC**
    - **ITDC**
    - **DGCA**
    - **ASI**
    - **UNWTO**
    - **UFTAA**
    - **WTTC**
    - **IATA**
    - **PATA**
    - **ICAO**
5. **What do you mean by 7P's in tourism marketing? Explain each. 3+7=10**
6. **What are the roles of AI, GPS and internet connectivity in tourism and travelling? 10**

Unit 4: Impacts of Tourism

Economic Impacts of Tourism

Positive Impacts:

i. **Generating Income and Employment:** ভারতে পর্যটন শিল্প আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, এবং স্থিতিশীল মানব উন্নয়নের একটি হাতিয়ার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি জাতীয় জিডিপিতে 6.77% এবং ভারতে মোট কর্মসংস্থানের 8.78% অবদান রাখে। বর্তমানে ভারতের প্রায় 20 মিলিয়ন মানুষ পর্যটন শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে।

ii. **Source of Foreign Exchange Earnings:** পর্যটন শিল্প ভারতে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এটি দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্যের উপর অনুকূল প্রভাব ফেলে। আন্তর্জাতিক পর্যটন থেকে ভারতের আয় 2021 সালে 8.7 বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে 2022 সালে 16.92 বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

iii. **Preservation of National Heritage and Environment:** পর্যটন ব্যবস্থাপনা অনেক ঐতিহাসিক স্থানকে হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করে এবং এই ঐতিহ্যময় স্থান গুলিকে সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে।

iv. **Developing Infrastructure:** পর্যটন শিল্প প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দেশের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে সাহায্য করে যেমন পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নতুন সড়কপথ ও রেলপথ নির্মাণ, জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ক্রীড়াকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি নানান উন্নয়নমূলক প্রয়াসের মাধ্যমে।

v. **Promoting Peace and Stability:** পর্যটন শিল্প ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে কর্মসংস্থান, আয় সৃষ্টি, এবং অর্থনীতির বৈচিত্র্যের মাধ্যমে শান্তি ও স্থিতিশীলতা উন্নীত করতে সাহায্য করে।

vi. **The Multiplier Effect:** পর্যটন ব্যয় দ্বারা উৎপন্ন অর্থের প্রবাহ অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বহুগুণ বেড়ে যায়।

vii. **Regional Development:** দেশের পিছিয়ে পড়া অনুন্নত অঞ্চল গুলি পর্যটন শিল্পের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। এক্ষেত্রে এই অঞ্চলগুলির উচ্চ নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক আকর্ষণ গুলিকে পর্যটন শিল্পে ব্যবহার করে সেই অঞ্চলের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ইত্যাদি নানান উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়ার দ্বারা আঞ্চলিক উন্নয়ন ঘটানো হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার পর্যটন শিল্প বহু আদিবাসী মানুষের জীবিকা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

viii. **Economic Value of Cultural Resources:** পর্যটন গন্তব্য অঞ্চলে স্থানীয় কারুশিল্প এবং সংস্কৃতির বিকাশের উদ্দেশ্যে অনেক সময় আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয় যা স্থানীয় কারিগর এবং শিল্পীদের আয়ের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে, এবং তাদের ধারাবাহিক প্রতিভাকে উৎসাহিত করে।

Negative Impacts:

i. **Creating a Sense of Antipathy:** পর্যটন শিল্পে স্থানীয় সম্প্রদায়ের আয়ের উৎস খুবই সামান্য কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পর্যটকদের মোট পর্যটন ব্যয়ের ৮০ শতাংশের বেশি অংশ এয়ারলাইন্স, হোটেল, ট্যুর অপারেটর, এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিতে যায়, যেখান থেকে আয়ের সুযোগ প্রায়সই স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং শ্রমিকদের থাকে না।

ii. **Import Leakage:** এটি সাধারণত ঘটে যখন পর্যটকরা সরঞ্জাম, খাবার, পানীয়, এবং অন্যান্য পণ্যের উন্নত মান দাবি করে যা আয়োজক দেশ সরবরাহ করতে পারে না, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলি।

iii. **Seasonal Character of Job:** পর্যটন শিল্পের উপর নির্ভরশীল বেশিরভাগ কর্মসংস্থান ঋতু নির্ভর, তাই বছরের কিছু নির্দিষ্ট সময়ে (Peak Season) এই শিল্পের সাথে জড়িত মানুষেরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় এবং অন্য সময় (Lean Season) তাদের অন্যান্য জীবিকার উপর নির্ভর হতে হয়।

iv. **Increase in Prices:** পর্যটকদের কাছ থেকে পর্যটন সম্পর্কিত নানান মৌলিক পরিষেবা এবং পর্যটন পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে পর্যটন গন্তব্যে প্রায়শই নানান জিনিসের দাম বৃদ্ধি পায় যা স্থানীয় বাসিন্দাদের নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে কারন তাদের আয় সমানুপাতিক ভাবে বৃদ্ধি পায় না।

Source: Venkatesh, M., & Raj, D. J. (2016). Impact of tourism in India. *International Journal of Scientific Engineering and Applied Science, 2*(1), 167-184.

Environmental Impacts of Tourism

Positive Impacts:

i. **Financial resources for environmental conservation:** পর্যটন পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সরাসরি আর্থিক সংস্থান প্রদান করে। যেমন জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত বনভূমি ইত্যাদি নানান স্থানে পর্যটকদের কাছ থেকে সংগৃহীত প্রবেশ ফি সেই এলাকার পরিবেশ এবং জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়।

ii. **Contribution to the government revenues:** পর্যটন শিল্প প্রত্যক্ষভাবে সরকারি রাজস্ব সৃষ্টির সাথে সাথে বিভিন্ন কর, পারমিট ফি, বিনোদনমূলক সরঞ্জাম বিক্রয় এবং ভাড়ার উপর কর, বিভিন্ন পর্যটন কার্যক্রমের লাইসেন্সিং ফি ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই সংগৃহীত তহবিল সংরক্ষণ কর্মীদের বেতন প্রদানের জন্য এবং পরিবেশ তথা বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ প্রচেষ্টার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

iii. **Better environmental planning and management:** প্রাকৃতিক পর্যটন গন্তব্য গুলিতে স্থিতিশীল পর্যটন ব্যবস্থা কার্যকর পরিবেশগত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করে। এই ধরনের স্থিতিশীল পর্যটন ব্যবস্থায় উন্নয়নের সাথে সাথে পরিবেশগত সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করা হয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করা হয়।

iv. **Raising the awareness with regard to environmental protection:** পর্যটন মানুষকে প্রকৃতির কাছে নিয়ে এসে প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্য এবং মানুষ-প্রকৃতির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সম্পর্ক উপলব্ধি করায়। পর্যটন শিল্পের বিভিন্ন ভ্রমণ সংস্থাগুলি

পর্যটন ছাড়াও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত নানান সমস্যা মোকাবিলা এবং জনসচেতনতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

Negative Impacts

i. **Air Pollution:** একটি গন্তব্যে পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে যানবাহনের সংখ্যাও বাড়তে থাকে, যা থেকে নির্গত ক্ষতিকারক গ্যাস যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, এবং নাইট্রাস অক্সাইড, এবং ধোঁয়া ইত্যাদি বায়ু দূষণ ঘটায়।

ii. **Water Pollution and Water Sacercity:** একটি পর্যটন গন্তব্যে আবাসন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (হোটেল/তাঁবু ইত্যাদি) সেই স্থানে ভ্রমণকারী পর্যটকদের সংখ্যার সাথে সরাসরি সরল অনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যিক আবাসন স্থাপনা থেকে উৎপন্ন পয়ঃনিষ্কাশন বর্জ্য ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত সম্পত্তির চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই আবাসন স্থাপনা থেকে উৎপন্ন পয়ঃনিষ্কাশন এবং অন্যান্য তরল বর্জ্য স্থানীয় জলাশয়ে যেমন নদী/হ্রদ/পুকুর ইত্যাদিতে মিশে স্থানীয় জল সম্পদকে দূষিত করে। অনেক সময় এটি ভূগর্ভস্থ জলকেও দূষিত করে তোলে। এছাড়াও ভূগর্ভ থেকে অত্যধিক হারে জল সংগ্রহের জন্য জলের ঘাটতি দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঋষিকেশে পর্যটন কার্যকলাপের ফলে জল দূষণের পরিমাণ মাত্রারিক্ত ছাড়িয়ে যাওয়ায় সেই অঞ্চলে নদীর ধারে সমস্ত তাঁবুর বাসস্থান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

iii. **Noise Pollution:** পর্যটন গন্তব্যে পরিবহন ক্রিয়াকলাপ ছাড়াও পর্যটকদের বিনোদনের জন্য আয়োজিত পার্টি, ডিজে নাইট ইত্যাদি নানান বিনোদনমূলক কার্যকলাপের ফলে গুরুতর শব্দ দূষণের সমস্যা দেখা দেয়। এই ধরনের শব্দ দূষণের ফলে মানুষের জন্য চরম ক্ষেত্রে বিরক্তি, স্ট্রেস এবং শ্রবণশক্তি হ্রাস করা ছাড়াও, গন্তব্যস্থলে বন্যপ্রাণীর সাধারণ কার্যকলাপের ধরণকেও প্রভাবিত করে।

iv. **Deforestation:** পর্যটন শিল্পের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বনভূমি ধ্বংস করা হয়। এক্ষেত্রে নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ, হোটেল নির্মাণ, আবাসন নির্মাণ, রেসর্ট

নির্মাণ ইত্যাদি নানান কারনে গাছপালা কেটে নতুন স্থান তৈরি করা হয়। এই ধরনের ঘটনা সাধারণত কোন প্রাকৃতিক পর্যটন গন্তব্য ও পার্বত্য স্টেশনগুলিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যার ফলস্বরূপ বনভূমি উজাড়ের সাথে সাথে মৃত্তিকা ক্ষয়, ভূমি ধ্বস, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি, জলবায়ু পরিবর্তন, এবং এমনকি গন্তব্যস্থলের সামগ্রিক জলচক্রের পরিবর্তন ইত্যাদি নানান সমস্যা দেখা যায়।

v. **Solid waste and littering:** বেশিরভাগ জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য গুলিতে কঠিন বর্জ্য, আবর্জনা, প্লাস্টিক এবং অন্যান্য আবর্জনার স্তূপ লক্ষ্য করা যায়। এই হাজার হাজার টন বর্জ্য আবর্জনা পর্যটকরা নিজেরাই এবং হোটেল,

রেস্তোরাঁ ইত্যাদির মতো অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারীরা তৈরি করে থাকেন যেগুলি গন্তব্যস্থলেই জমা হয় এবং পরিবেশ দূষণ ঘটায়।

Source: https://egyankosh.ac.in/

Socio-Cultural Impacts of Tourism

i. **Tourist-Host Relationship:** Tourist-host relationship-স্থানীয় মানুষ এবং পর্যটকদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং মেলামেশার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে থাকা মানুষজনের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় বাড়ে এবং সামাজিক একীকরণের প্রচার ঘটে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে, এটি অসম্মানজনক আচরণ, পরিবেশের অবনতি, প্রতারণা ইত্যাদির কারণে দ্বন্দ্ব এবং ঝামেলার দিকে পরিচালিত হয়। এছাড়াও পর্যটন শিল্পে যখন পর্যটক এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একে অপরের সংস্কৃতি এবং জীবনধারা সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়া থাকে না তখন এর নানান নেতিবাচক প্রভাব (সমস্যা, ঝামেলা, সন্দেহ ইত্যাদি) লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও পর্যটকরা গন্তব্যে সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত না হওয়ায় প্রায়শই প্রতারণা, লুণ্ঠন, এবং অন্যান্য ধরণের নানান সমস্যার সম্মুখীন হন। তাই এক্ষেত্রে পর্যটকদের নিরাপত্তা প্রদান ও নিরাপত্তার জন্য পথ দেখানোর দায়িত্ব স্থানীয় জনগণের।

ii. **Commoditisation of Culture:** পর্যটন শিল্পে 'Commoditisation of Culture' বলতে বোঝায় সংস্কৃতির পণ্যসামগ্রীকরণ ব্যবস্থাকে। সাধারণত যে সমস্ত পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটকের সমাগম বেশি হয় সেখানে পর্যটকদের পর্যটন পণ্যের উপর চাহিদা অনেক বেশি থাকে এবং এই চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ব্যবধান কমানোর জন্য স্থানীয় জনগণ পর্যটকদের প্রয়োজন অনুসারে স্থানীয় সংস্কৃতির পণ্যসামগ্রীকরণ করে থাকেন। এর ফলে অনেক সময় সাংস্কৃতিক পণ্যগুলির সত্যতা নষ্টের সাথে সাথে বিক্রেতাদের ব্যক্তিগত নৈতিকতা নষ্ট হয়। ভারতের বেশ কিছু জায়গায় এই ধরনের ঘটনা লক্ষ্য করা যেমন ভারতের ঐতিহ্য অনুসারে "আরতি-টিকা" সাধারণত সকাল এবং সন্ধ্যার সময় দেওয়া হয়, তবে অনেক হোটেলে এটি প্রত্যেক অতিথির আগমনের সময় দেওয়ার রীতি লক্ষ্য করা হয়। এখানে, পর্যটকদের সন্তুষ্টির জন্য এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পণ্যে পরিণত করা হয়েছে।

iii. **Demonstration Effects:**

পর্যটন শিল্পে '**Demonstration Effects**' বলতে বোঝায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা যখন বাইরে থেকে আগত পর্যটকদের আচার-আচরণ, রীতিনীতি, সংস্কৃতি, জীবন শৈলী ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং নিজেদের বাস্তব জীবনে সেগুলি অনুকরণের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে অন্যদের কর্ম এবং আচরণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে হোস্ট সম্প্রদায়ের সদস্যদের

আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তন হোস্ট সম্প্রদায়ের উপর কখনও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে আবার ব্যক্তিবিশেষে নেতিবাচক প্রভাবও ফেলে। 'Demonstration Effects'- এর ইতিবাচক প্রভাব এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার অগ্রসর বিশেষ করে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, নারীদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, কুসংস্কারমুক্ত জীবনযাপন ইত্যাদি। অন্যদিকে নেতিবাচক পরিণতি গুলি হল মদ্যপান এবং জুয়ার অভ্যাস, ঐতিহ্যের প্রতি অবজ্ঞা ইত্যাদি।

Source: https://egyankosh.ac.in/

Eco-Tourism and Sustainable Tourism

- **Ecotourism:** According to the International Ecotourism Society, ecotourism is defined as "responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-being of local people, and involves interpretation and education".
- **Sustainable Tourism:** If we evaluate the concept of sustainable tourism, this form of tourism takes into consideration of its current and future economic, social and environmental impacts, and making the use of all these resources to just an extent that the future generations too can use the same resources with the same experience.

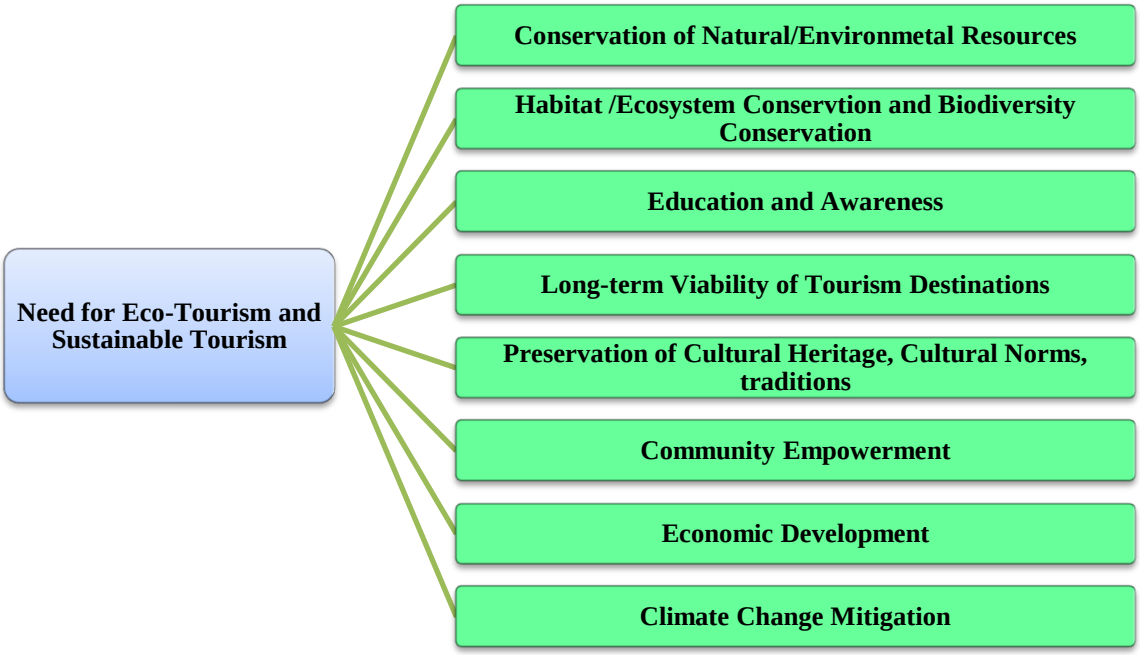

Political Disturbances and Its Impact on Tourism

i. একটি পর্যটন গন্তব্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সেই অঞ্চলে পর্যটকদের আগমন ক্রমাগত হ্রাস পায়। পর্যটকদের আগমন কমে যাওয়ার ফলে সেই অঞ্চলে পর্যটন ব্যবস্থা সাময়িক বা দীর্ঘকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ii. এটা প্রায়শই দেখা যায় যে পর্যটকরা রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে তাদের পরিবহন, বাসস্থান, এবং রেস্তোরা ইত্যাদি সম্পর্কিত নানান পর্যটন পরিষেবার বুকিং ও টিকিট বাতিল করে থাকেন যার ফলে পর্যটনের বিভিন্ন স্তরের আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থতার লক্ষ্য করা যায়।

iii. রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে পর্যটন গন্তব্যটির ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং সাধারণ মানুষের জীবন এবং জীবিকার ওপর নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

iv. রাজনৈতিক অস্থিরতা পর্যটন গন্তব্যের অবকাঠামোগত সুবিধা এবং আকর্ষণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

v. এটি পর্যটন গন্তব্য সম্পর্কে বিরূপ চিত্র তৈরি করে যা পর্যটন গন্তব্যটির ভবিষ্যত পর্যটন প্রবাহের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

Practice Questions

1. **Critically discuss the economic impacts of tourism. 10**
2. **Explain the positive and negative impacts of tourism on the physical environment of the destination area. 10**
3. **Define the term 'Demonstration Effect' in the context of tourism. 2**
4. **What do you mean by 'Travel-Host Relationship'? 2**
5. **Explain the concept of ecotourism and sustainable tourism and highlight their importance in minimizing environmental pollution. 2+2+6=10**
6. **What are the strategies to combat the negative impacts of tourism? 5**
7. **Briefly discuss the impacts of political disturbances on the tourism industry. 5**

Unit-I: Early Travel in India

ii. Silk Route:

The Silk Route is one of the ancient travel networks of the world that located in the southern part of Asia connecting East Asia (mainly China) with the Mediterranean region and Middle East Countries (Greece, Italy, Turkey, Syria, Iraq etc) for trading purpose. The Silk Route was established during the Han Dynasty of China by Zhang Qian in 138 BC. India plays vital role in this trade route, serving as a key transit center for several goods like silk, spices, precious metals, gemstones etc. The Silk Route was not only used for trading activities but also play a significant role in cultural exchange as many merchants, travellers, and scholars from different region travelled along this route, bringing with them languages, religious, rituals, ideas, and technologies.

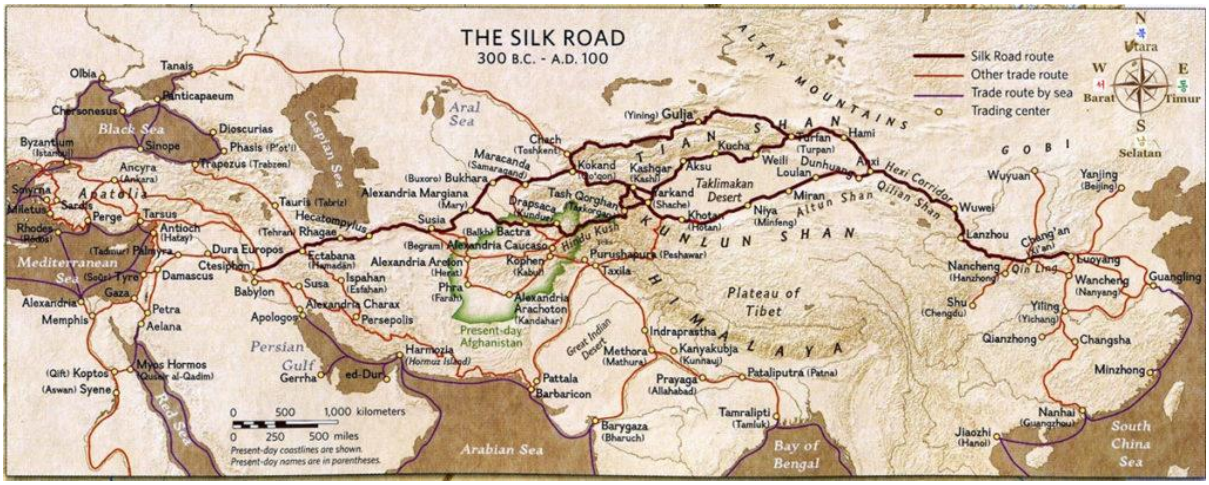

Silk Route

iii. Pilgrim Tourism:

India has been a land of pilgrimage since ancient times. Numerous sacred sites and religious places holding deep religious and cultural significance attracted thousands of devotees across the country and beyond. The *Char Dhams* (four holy sites) of India, namely Badrinath, Dwarka, Puri, and Rameswaram; the *Chota Char Dhams* of Uttarakhand,

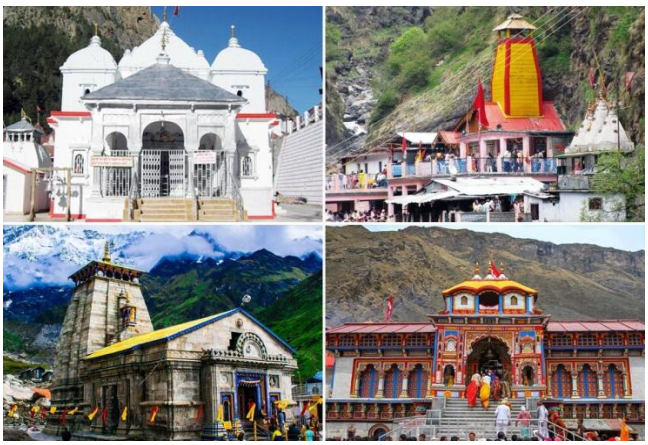

Char Dhams in Uttarakhand

namely Yamunotri, Gangotri, Kedarnath, and Badrinath; holy Kashi-Baranasi beside the bank of the Ganges; the birth place of Lord Krishna in Mathura-Brindavana; are among the most holy Hindu pilgrimage destinations in India since ancient times.

iv. Travel for Trade and Business:

In ancient period, trade has been one of the major driving forces of travel across the Indian sub-continent. India had a rich history of trade in ancient period as it played a major connecting hub of ancient trade routes due to its strategic location along the Silk Road and the Indian Ocean trade routes. The Silk Road had connected India with Central Asia, Persia, and several European countries and the sea routes of the Indian Ocean connected India with East Africa, the Arabian Peninsula, Southeast Asia, and China. Various merchant, travellers, and traders from the countries like Egypt, Mesopotamia (presently Iraq), Persia (presently Iran), Greece, Rome, China, and Southeast Asian kingdoms had travelled here to buy, sell and exchange goods. These exchanges facilitated cultural diffusion, as well as the spread of ideas, religions, and philosophies between the East and the West. Ports such as Bharuch, Kaveripattinam, Tamralipta, and Lothal in ancient India served as important trade centers during ancient period. Theses ports had connected India with other civilization through maritime routes facilitating exchange of goods, ideas, and cultures etc.

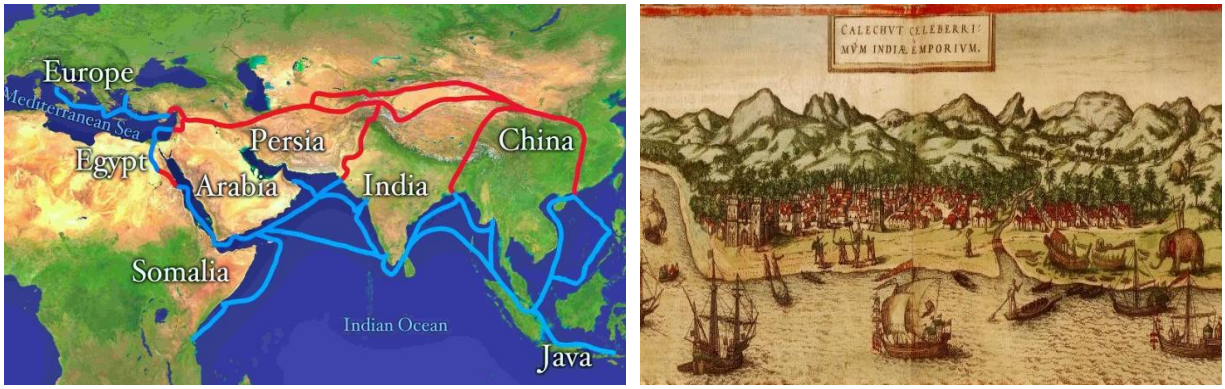

Ancient Trade and Travel Routes in India

v. Past Educational Tourism:

❖ Nalanda University:

Nalanda University, located in present-day Bihar, was one of the oldest and most famous education centers in India as well as in the world. It was founded in the 5th century AD by the Gupta dynasty. The university offered diverse fields of educational learning such as Buddhist philosophy, logic, Sanskrit grammar, medicine, astronomy, the arts, etc. It attracted thousands of students and scholars from all over Asia, fostering intellectual exchange and contributing to the spread of Buddhist philosophy and Indian culture. The decline of Nalanda University began around the 12th century due to a combination of several factors, including attacks by foreign powers, economic downturns, changes in religious patronage, etc. The university was destroyed by Turkish Muslim invaders led by Bakhtiar Khilji in the late 12th century. Thus, Nalanda University was one of the most famous and leading ancient higher learning institutions in India as well as in the whole world from the time period of 427 to 1197.

Remains of Ancient Nalanda University

❖ Taxila University:

Taxila University, located in present-day Pakistan, beside the bank of the Indus River, was founded around the 5th century BC. It was one of the oldest and most prestigious learning hubs in the ancient world. It flourished during the Maurya and Gupta Empires. The university attracted thousands of students and scholars from various parts of the world, including Greece, Persia, and China. Generally, the students entered Taxila University after completing their primary and secondary education at the age of sixteen. Taxila offered higher education in diverse disciplines like mathematics, Vedic learning, astronomy, Buddhist philosophy,

politics, sciences, arts, medicine, etc. The Vedas and the Eighteen Arts, which included skills such as archery, hunting, and elephant lore, were taught in addition to its law school, medical school, and school of military science. Perhaps Takshashila University is best known for Kautilya, popularly known as Chanakya, who wrote the famous treatise *Arthashastra* in Taxila itself. The university was destroyed due to the invasion and conquest of the region by various forces, notably the Huns and the Persian king.

Remains of Ancient Taxila University

Different Concepts of Tourism and Travel Management

- **Travel:** When a person or a group of people moves from one place to another, one region to another, and one country to another due to several reasons such as leisure, recreation, business activities, meetings, educational programs, etc. then such kinds of movements are called travel. Example: Sumita and her colleagues travel from New Delhi to Ranchi to attend an international conference.
- **Traveller:** A traveller is a person or a group of people who actively engages in travelling. For instance, Rama and her family travel to Alipurduar for watching Buxa Tiger Reserve. In this case, Rama and her family are examples of travellers.
- **Tourism:** The concept of tourism has slight differences from the concept of travelling as the former is linked with the short period travelling of people from their usual place of residence to another destination, mainly for leisure, entertainment, and recreational purposes. Example: thousands of tourists visit Sunderban for relational activities.
- **Tourist:** When a person or a group of people travels for leisure, entertainment, and recreational activities from the place of their residence, then he/she or that group of people is termed as tourist. For instance, a group of people who travel to Sunderban for leisure are called as tourists.
- **Excursionist:** An excursionist is a traveller or tourist who travels to a place for a short period of time and returns to his place of residence on the same day. In this case, the duration of excursion generally does not exceed more than 24 hours. For example, a young survey group from your college went for a day trip beside the Teesta River.
- **Inter-regional Tourism:** When a tourist travels from one region to another or often across international borders; such kinds of tourism are called inter-regional tourism. Inter-regional tourism is often associated with inter-national tourism. For instance, a family from Chennai travels to New York, USA.
- **Intra-regional Tourism:** Intra-regional tourism occurs within the boundaries of any country, state, and particularly any geographical region. Such kinds of tourism are often known as domestic tourism, as the tourism destination is limited by the country's boundaries. For example, residents of Chandigarh frequently visit Shimla and surrounding hill stations at the weekend for recreational activities.
- **Inbound Tourism:** When a country or a tourist destination receives tourists from another country, it is called inbound tourism. For example, your European friend Michael comes to your home to meet you and visits Indian culture.

- **Outbound Tourism:** The concept of outbound tourism is opposite to inbound tourism, as the residents of a home country travel to another country. For instance, you have travelled to your friend Michal's house in Europe to visit Italy.
- **Domestic Tourism:** Domestic tourism is associated with the concept of intra-regional tourism, in which people travel to various tourist destinations in their home country for leisure, entertainment, business purposes, etc. Domestic tourism is very useful for the economic development of any country, as the tourists spend money on accommodation, food, transport, and entertainment. For instance, Bengali people often like to travel to Kashmir, which is an example of domestic tourism.
- **International Tourism:** When people travel across international borders (one country to another) for leisure, entertainment, business activities, etc. and contribute significantly to the economies of the foreign countries, it is called international tourism. For example, the citizens of India often travel to Switzerland to enjoy its celestial beauty.

Practice Questions

1. **Discuss the major forms of ancient travel in India. (5 or 10 marks)**
2. **Write down the role of ancient Taxila University and Nalanda University in educational tourism. (5+5=10 marks)**
3. **Write down the importance of Silk Route in ancient travelling. (5 marks)**
4. **Define the following concepts of tourism: (2 marks each)**

- **Travel-Traveller**
- **Tourism-Tourist**
- **Excursionist**
- **Inter-regional Tourism**
- **Intra-regional Tourism**
- **Inbound Tourism**
- **Outbound Tourism**
- **Domestic Tourism**
- **International Tourism**

6. **Make a distinction between Inter-regional and Intra-regional Tourism; Inbound and Outbound Tourism; Domestic and International Tourism. (2 Marks each)**

Unit-II: Various forms of Tourism in Modern Era

A. Concepts of Different Forms of Tourism in the Modern Period

1. Educational Tourism:

Educational tourism is a mode of travel to various destinations aimed at acquiring knowledge and experiences of an educational, professional, or personal nature in areas such as history, culture, social, or language learning. The aim of educational tourism is to make the learning process more practical and interactive, as well as introduce students to different cultures. India has been an important centre for education in South Asian countries since the ancient period. Taxila University, Nalanda University, Vikramshila University, and Odantapuri were among the famous learning centres in India as well as in whole world.

Classification of Educational Tourism: Although there is no clearly defined classification of education tourism, but here are some major types: youth travel (excursions), tourism education, international research programs, student exchange program, workshop travels, language schools, etc.

2. Business Tourism:

Business tourism is a form of travel that involves undertaking business activities that are based away from home. Annually, more than 100 million business trips are made around the world. Business tourism mostly occurs between the months of February-May and September-November, which is due to a large number of different events (exhibitions, conferences, etc.) and high business activity. There is a strong and correlative relationship between a country's economy and business tourism. Business travellers are less cost sensitive in their expenditures as they themselves generally devote only a fraction of the cost. Research has shown that business

travellers spend up to four times more during their trip than any other types of tourists. Business tourism also promotes the development of advanced infrastructure and transportation systems, which also benefit other forms of tourism as well as the local population. There are several famous business tourism destinations across the world, which include New York, London, Paris, Shanghai, Toronto, Singapore, San Francisco, Hong Kong, Tokyo, and Chicago, respectively.

Business Tourism can be divided into following four categories;

- **Meetings:** Meetings include face-to-face interaction between the business partners in different locations around the world for discussing different topics of business. Example: financial seminars, board meetings for corporate groups, etc.
- **Incentive Trips:** Incentive travel is defined as a trip designed to motivate, incentivize, and reward employees or business associates. This type of trip could range from being given to one individual, all the way up to large group awards made available only after certain targets have been met throughout the year. Example: awarding a ceremony or travel incentive to high performing employees.
- **Conference:** Conference is intended for attending large-scale meetings that may last a day or several days. The Paris, London, Madrid, Geneva, Brussels, Washington, New York, Sydney, and Singapore are the primary destinations for conferences in the world. Example: Asia Pacific Economic Co-operation (APEC), Conference of the Parties (COP10), etc.
- **Exhibition:** Exhibitions offer opportunities for businesses to connect with the international industry community. The exhibition industry entices two groups of people: those with something to sell and those who attend with a view to making a purchase or getting information. Example: art gallery exhibition, museum, etc.

MICE: The words **M**eetings, **I**ncentive, **C**onferences and **E**xhibition in the context of business tourism are abbreviated as **MICE**. MICE tourism has been recognised as 'The Meeting Industry' according to the United Nations World Tourism Organisation.

3. Sports Tourism:

Sports tourism is associated with the travelling of people in different parts of a country or world to observe any sporting event as spectators or actively participate in those sporting activities. Some examples of sport tourism that attract most tourists worldwide are the Olympic Games, the FIFA World Cup, the Cricket World Cup, etc.

Importance of Sports Tourism:

- Sport tourism plays an important role in the economic growth of the tourism destination area.
- It helps in the promotion of the destination region and surrounding tourism attractions.
- Sport tourism leads to the infrastructural development of the destination area through the construction of roads, transport networks, hotels, stadiums, restaurants, etc.
- It is associated with the socio-cultural interaction between the people of different countries, regions, communities, etc.
- Sport tourism encourages healthy living and wellness activities.

4. Pilgrimage Tourism:

Pilgrimage tourism is the type of tourism that entirely or powerfully motivates tourists for the achievement of religious attitudes and practices. Pilgrimage tourism is essentially the process of visiting pilgrimage sites. The *Char Dhams* (four holy sites) of India, namely Badrinath, Dwarka, Puri, and Rameswaram; the *Chota Char Dhams* of Uttarakhand, namely Yamunotri, Gangotri, Kedarnath, and Badrinath; holy Kashi-Baranasi beside the bank of the Ganges; the

birth place of Lord Krishna in Mathura-Brindavana; are among the most holy Hindu pilgrimage destinations in India since ancient times.

Basic features of pilgrimage tourism;

- To perform pilgrimage as an act of worship
- To express gratitude, confess sin, and perform a vow
- To achieve social and spiritual salvation
- To commemorate and celebrate certain religious events
- To be in communication with co-religionists

❖ **PRASHAD Scheme**:

The Ministry of Tourism introduced the "National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD)" in 2014–15 with the goal of holistically developing recognised pilgrimage places. In October 2017, the program's name, which had previously been PRASAD, was changed to "National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive (PRASHAD)". This scheme focuses on developing and identifying pilgrimage sites across India for enriching the religious tourism experience.

5. Cultural Tourism:

Cultural tourism involves travelling to experience the culture, heritage, arts, and traditions of a particular destination. It is directed toward experiencing the way of life of a people; to include food, music, dance, language, dress and fashion, arts, heritage, and the special character of unique places. Cultural tourism encompasses a wide range of activities and experiences, including visiting historical sites, museums, art galleries, religious landmarks, festivals, cultural events, and participating in traditional ceremonies or rituals.

Cultural Tourism in India

India is the birthplace and cradle of some of the world's major cultures and religions. The nation is home to a large number of world-class historic monuments that have an enticing influence and have long drawn visitors from around the world. The following are examples of famous cultural tourism destinations in India.

- The Pushkar Fair (Rajasthan)
- The Taj Mahotsav (Uttar Pradesh)
- The Suraj Kund Mela (Haryana)
- The Taj Mahal (Uttar Pradesh)
- The Hawa Mahal (Uttar Pradesh)
- The Hampi Temple (Karnataka)
- The Ajanta & Ellora Caves (Maharashtra)
- The Mahabalipuram Temple (Tamil Nadu)

6. Medical Tourism:

The concept of medical tourism is associated with the travelling of people from one region to another, or often from one country to another, to obtain medical treatments. In earlier times, people generally preferred to travel from developing countries to developed countries for better medical treatments. But in recent decades, people from highly developed countries have often travelled to less developed countries to obtain low-priced medical treatments. In such a context, India is one of the most popular hubs of medical tourism in the world for its high-quality healthcare facilities at affordable prices. The famous South Indian city, namely Chennai, has been termed as the Health Capital of India for its superior health care services. The city attracts nearly half of the (about 45 percent) country's foreign health tourists and around 30 to 40 percent of domestic health travellers. Besides Chennai, other cities like Bengaluru, Chandigarh Capital Region (CCR), Delhi NCR, including Gurugram and Faridabad, Jaipur, Kerala, Kolkata, and Mumbai are other famous medical tourism cities in India.

Medical tourism in India has experienced significant growth in recent years for its availability of quality healthcare infrastructure facilities, cost-effective treatment solutions, presence of specialized and experienced medical expertise, mitigation of language barriers, tourism opportunities in the country's rich heritage sites, etc.

7. Wellness Tourism:

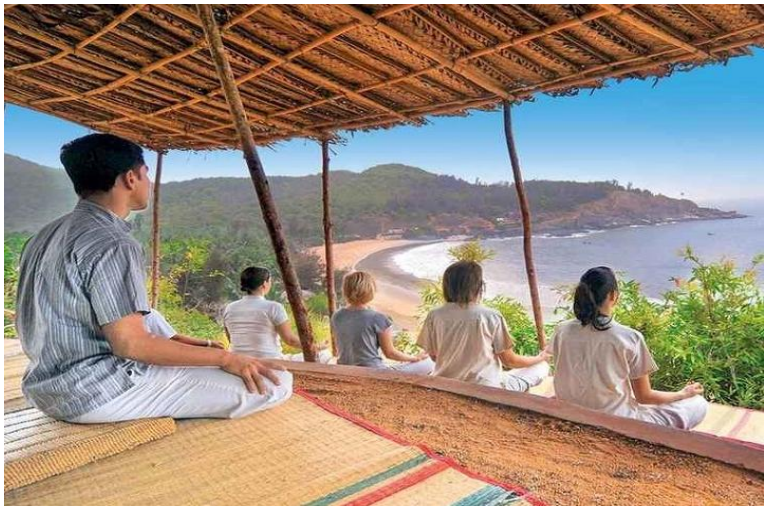

The concept of wellness tourism is associated with the voluntary travelling of people to different destinations around the world for the purpose of healthy living and promoting physical and spiritual well being. It aims to control mental stress levels and promote a healthy lifestyle. The United States of America, Germany, Japan, France, and Austria are the top five leading countries in the world that attract more than half of the wellness tourists on the global market. India also plays a vital role in wellness tourism, as many travellers come to India to experience yoga, Ayurveda, and other traditional Indian wellness practices. The following are examples of the famous four forms of wellness tourism;

- **Yoga Retreats:** Yoga has a lot of health benefits, as it can boost mental health, control stress, support healthy eating, promote weight loss, enhance mindfulness, and improve quality sleep.
- **Culinary Wellness Retreats:** Culinary wellness retreats help in learning the local cuisine, recipes, etc. that could be used to improve health conditions.
- **Ayurveda Retreats:** Ayurveda retreats follow the traditional methods of Indian medical treatment that focus on restoring balance in the body and mind through the use of natural remedies.
- **Ecotourism Activities:** Ecotourism is responsible travel in nature without harming or destroying natural resources. It helps with spiritual recreation by enjoying the natural beauty.

8. Adventure Tourism:

Adventure tourism is a new concept in the tourism industry that engages tourists in adventurous, daring, and life risking activities such as trekking, climbing, rafting, scuba diving, etc. These activities often lead to major damages, serious injuries, and even death. Based on the severity of adventure activities, such tourism is classified into two categories;

- **Hard Adventure:** Hard adventure refers to activities with high levels of risk, requiring intense commitment and advanced skills. Example: caving, mountain climbing, rock climbing, ice climbing, trekking, and sky diving, etc.
- **Soft Adventure:** Soft adventure refers to activities with low levels of risk, requiring minimal commitment and beginner skills. These activities are less dangerous as compared to hard adventure tourism. Example: bird watching, camping, eco-tourism, fishing, hiking, horseback riding, hunting, safaris, etc.

Adventure Tourism in India:

India offers a wide range of adventure tourism activities in different locations, regions of the country. Here are some examples;

- Heli-Skiing in Jammu and Kashmir,
- Paragliding in Ladakh,
- Whitewater Rafting in Rishikesh,
- Camping in Coorg,
- Scuba Diving in Andaman & Nicobar Islands,
- Skiing in Auli,
- Windsurfing in Kerala,
- Mountain Biking in Sikkim,
- Trekking in Spiti Valley,
- Rhino Spotting in Kaziranga National Park, and
- Caving in Meghalaya etc.

9. Wildlife Tourism:

Wildlife tourism occurs in protected areas such as special conservation areas, protected forests, sanctuaries, national parks, etc. It offers observation and interaction with wild animals in their natural habitats. The most common form of wildlife tourism is a safari tour by foot or by car through which travellers explore the beauty of wildlife. Wildlife tourism has both positive and negative impacts on nature as well as the overall tourism experience. Wildlife tourism plays a vital role in preserving, protecting, and conserving natural resources, wild animals, and the natural habitats of tourism destinations. While it has several negative impacts, such as habitat destruction, biodiversity loss, man-animal conflict, deforestation, overcrowding, pollution, etc.

Although India has the world's largest human population, the country still has vast reservoirs of wildlife resources. The popular wildlife safari destinations in India are Jim Corbett National Park, Ranthambore National Park, Kaziranga National Park, Bandhavgarh National Park, Panna National Park, Kanha National Park, Pench National Park, Bandipur National Park, etc.

10. Nature Tourism:

Nature tourism is responsible travel to natural areas that is often called ecotourism or nature-based tourism. It involves travelling to natural environments to watch natural beauty, wild life, biodiversity, landscapes, cultural heritage, etc. This type of tourism is based on the natural attractions of a region. Such natural attractions include deserts, rainforests, grasslands, mountains, beaches, rivers, swamps, caves, etc. as well as the unique life forms that inhabit

those environments (animals, birds, insects, and plants). Nature-based tourism encourages the conservation and protection of natural environments, natural resources, biodiversity, etc. But if it is not managed sustainably, it has negative impacts on the environment, such as habitat destruction, environmental degradation, pollution, wildlife harassment, etc. Popular nature tourism destinations often experience overcrowding that leads to several negative impacts on the environment.

In India, the famous nature tourism destinations are Bandipur National Park (Karnataka), Corbett National Park (Uttarakhand), Panchet Hill (West Bengal), Sundarbans (West Bengal), etc.

11. Heritage Tourism:

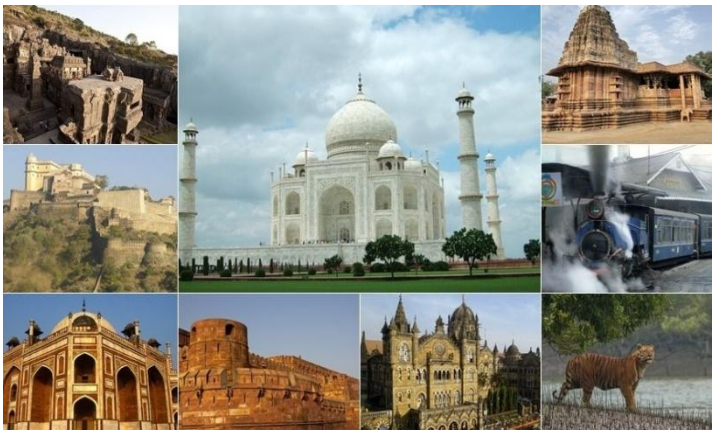

Heritage tourism is associated with travelling of people from one region to another or from one country to another to visit world heritage sites, traditional heritage monuments, gardens, and places as recognized by UNESCO, archaeological societies, etc. Heritage tourism in India is the best way to explore and get insights into India's rich ancient past. According to the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), there are a total of 42 World Heritage Sites in India. Out of these, 34 are cultural, seven are natural, and one, Kanchenjunga National Park, is of mixed type.

The famous cultural heritage sites in India are;

- Agra Fort, Uttar Pradesh
- Ajanta Caves, Maharashtra
- Ellora Caves, Maharashtra
- Taj Mahal, Uttar Pradesh
- Konark Sun Temple, Odisha
- Fatehpur Sikri, Uttar Pradesh
- Santiniketan, West Bengal
- Humayun's Tomb, Delhi
- Qutub Minar and Monuments, Delhi

- Red Fort Complex, Delhi

The seven Natural heritage sites in India are;

- Sundarbans National Park, West Bengal
- Western Ghats, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Goa, Maharashtra, and Gujarat
- Nanda Devi and Valley of Flowers National Parks, Uttarakhand
- Manas Wildlife Sanctuary, Assam
- Great Himalayan National Park, Himachal Pradesh
- Keoladeo National Park, Rajasthan
- Kaziranga National Park, Assam

B. Salient Features of Tourism Products

3. Tourism Products and their Classification:

A tourism product is the combination of accommodation, food, transportation, entertainment, and many other goods and services that are used throughout the trip. The tourism products can be classified as:

❖ **Nature based tourism products:**

The tourism products that have been created using the resources provided by nature are called natural tourism products. Examples: mountains, rivers, lakes, forest, sea, etc.

❖ **Man-made tourism products:**

These kinds of tourism products are made or created by humans to satisfy the leisure, pleasure, or business needs of tourists. Examples: historical palaces, buildings, monuments, etc.

❖ **Symbiotic tourism products:**

Symbiotic tourism products have a mixture of both natural and man-made features. For example, the water adventure activities in the Maldives have been created by humans, whereas the resource on which these activities are performed has been provided by the nature, which is the sea.

Source: https://egyankosh.ac.in/

❖ **Site based tourism products:**

Site-based tourism products are primarily located around a specific location or site. Examples: waterfalls, historical site, etc.

❖ **Event based tourism products:**

Event based tourism products are organized at certain destinations to attract tourists. Such events may be traditional, occasional, or promotional in nature. The famous *Kumbhmela* at Allahabad, Ujain, Nasik, and Haridwar is a perfect example of an event based tourism product.

4. Salient Features of Tourism Product

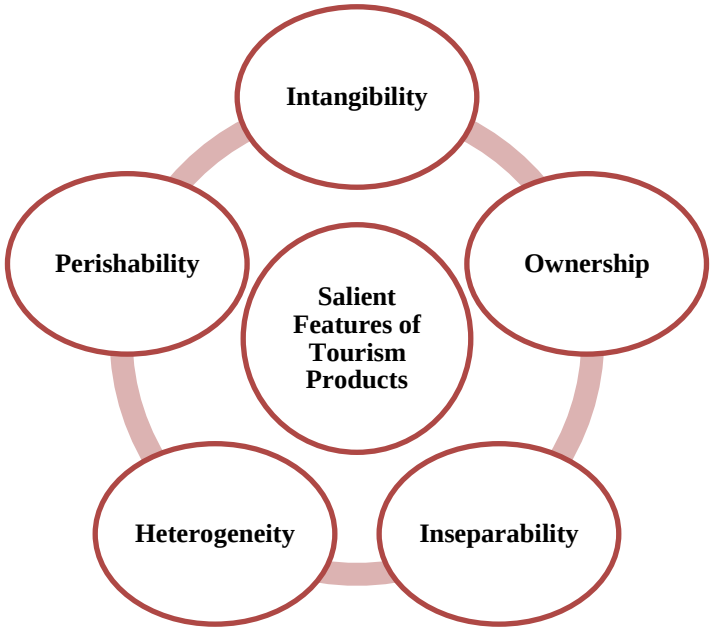

i. **Intangibility:** Tourism product is basically intangible in nature as it cannot be touched.

ii. **Inseparability:** Tourism product is inseparable in nature as it cannot be separated from the tourism destination.

iii. **Heterogeneity:** Tourism product is heterogeneous in nature as it has varying perceptions among different individuals.

iv. **Perishability:** Tourism product is highly perishable in nature, as production and consumption of tourism product take place simultaneously.

v. **Ownership:** Tourism products can't be owned by tourists, as they can only pay for tourism products and services.

Source: https://egyankosh.ac.in/

Practice Questions

1. **Discuss the various forms of tourism in the modern period. (10 marks)**
2. **What do you mean by tourism products? Write down the salient features of tourism products. (2+8=10 marks)**
3. **Define each form of tourism in the modern era: (2 marks each)**
    - **Educational Tourism**
    - **Business Tourism**
    - **Sports Tourism**
    - **Pilgrimage Tourism**
    - **Cultural Tourism**
    - **Medical Tourism**
    - **Nature Tourism**
    - **Wildlife Tourism**
    - **Heritage Tourism**
    - **MICE tourism**
    - **Eco-Tourism**
4. **Make a classification of tourism products with suitable examples. (5 marks)**

Unit-III: Key Stakeholders of Tourism and Travel Management

A. State Level Organizations

1. Department of Tourism (Government of West Bengal)

The Department of Tourism acts under the government of West Bengal. It is an interior ministry mainly responsible for the administration of the development of Tourism in West Bengal. The Department of Tourism in West Bengal is engaged in facilitating the services for promotion of tourism. The Department has a unit named West Bengal Tourism Development Corporation (WBTDCL) which has many tourist centers all around the state in various districts, where online booking is also available. The Department has taken a number of initiatives and also offering various packages through WBTDCL throughout the year as well as on special occasions and festivals like *Durga Puja* of the biggest festivals of the world, Christmas, *Poush Mela, Basant Utsav*, etc. The Department has a digital presence through its website, mobile app, social media, radio, and TV, as well as audio-visual mediums.

Mission of West Bengal Tourism Department:

West Bengal is one of the most culturally and ethnically diverse state of India. The tourism department of West Bengal aims to promote tourism and tourism related investment through showcasing the unique geographical setting of the state along with its various tourism-related assets. It will develop the necessary infrastructure and promote tourism in an integrated manner which will not only bring in more investment and further the socio-economic goals of the Government, but also ensure that all these are in conformity with the relevant acts, rules and regulations relating to environmental protection. The overall aim is to see that the tourism sector contributes towards improving the quality of life of people in general.

Vision of West Bengal Tourism Department:

The diverse rich resources of West Bengal could be leveraged for tourism. As per the State Tourism Policy, the State will focus on these assets to proactively develop different tourism products/destinations. The tourism products/destinations to be accorded priority will be as follows:

i. **Nature Based Tourism:** West Bengal is replete with most of the natural assets that exist in the country, except the desert. Some of these assets are unique (e.g. Sunderbans delta, tea plantations, beaches, mountains and wildlife) and give the state

a huge competitive advantage. Tourism will be developed around these natural resources, which will include Sunderbans Tourism, Plantation Tourism, Sea and Coastline Tourism, Mountain Tourism, Eco and Forest Tourism, and River Tourism.

ii. **Cultural Tourism:** West Bengal is the cultural capital of India. It has constantly produced thoughts, ideas and events which have brought forth freshness and rejuvenation in society both in India and the world. This strength of West Bengal needs to be taken forward with greater vigour from a tourism perspective to give tourism an unmatched strength in the State. The specific components of Cultural Tourism that will be focused upon will include Fairs and Festivals Tourism, Heritage Tourism, Arts and Crafts Tourism, Cuisine Tourism, Film Tourism, Family, Relatives and Friends Tourism, and Village Tourism.

iii. **Religious Tourism:** India is known for its religious places of worship. Visiting to several religious destinations became a biggest reason for travel in India, and West Bengal too has a vital role in religious tourism. Tourism products involving religious destinations will be developed.

iv. **Contemporary Tourism:** To remain competitive, West Bengal will also focus on tourism products that are contemporary and which provide a reason for people to travel. These would include Shopping Tourism, Convention Tourism, Leisure and Amusement Parks Tourism, Medical Tourism, Rail Tourism, Highway Tourism, Sports Tourism, Special Tourism Zones, and other tourism products.

Top Tourism Destinations in West Bengal are Kalimpong, Digha, Sunderban, Darjeeling, Dooars, Santiniketan, Puruliya, Bishnupur, and Kolkata etc.

Some Tourism Properties under the Department of Tourism are Aranya (Jaldapara), Matla (Sunderban), Meghbalika (Darjeeling), Motijheel Park (Murshidabad), and Rangabitan (Bolpur)

Source: West Bengal Tourism (wbtourism.gov.in)

2. West Bengal Tourism Development Corporation Limited (WBTDCL)

- The West Bengal Tourism Development Corporation Limited (WBTDCL) is a state government agency which promotes tourism in West Bengal under Department of Tourism (West Bengal). It was incorporated on 29 April 1974 under the Companies Act, 1956.
- It is a nodal agency of Tourism Department which was incorporated with the objectives to develop and promote tourism in the state of West Bengal and for this purpose to take over, run and manage hotels, lodges, guest houses, motels, restaurants etc as well as to popularize tourist destinations in the state and conduct tour packages to those places.

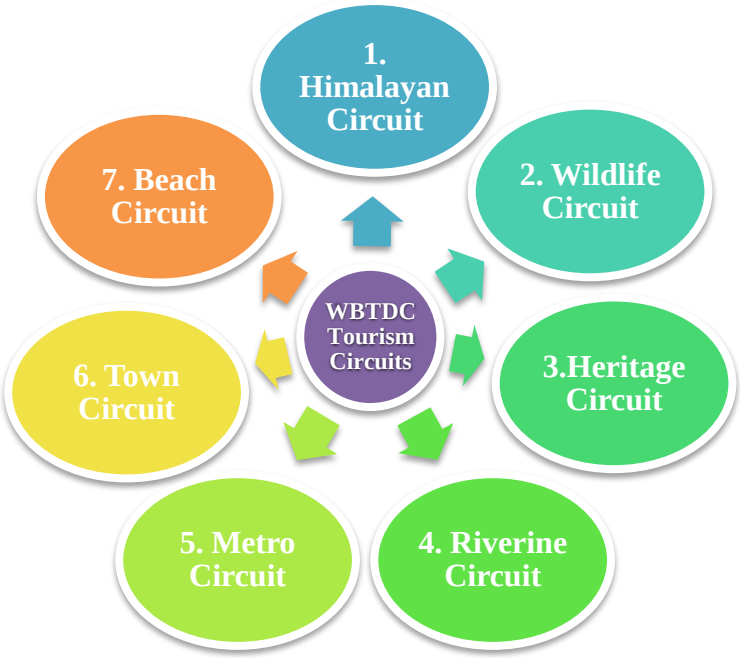

- The WBTDCL is committed to provide its resources and expertise for both domestic and international tourists visiting West Bengal and to rise to their expectation in experiencing the art, culture, heritage and nature of the state.
- At present WBTDC manages lodges and hotels in 39 various locations across the state of West Bengal (WBTDC, 2024). The most famous destinations are Baharampur, Bakkhali, Birbhum, Bishnupur, Bolpur, Darjeeling, Diamond Harbour, Digha, Jalpaiguri, Jaldapara, Jayanti-Buxa, Jhargram, Kalimpong, Lataguri, Murti, Puruliya, Rampurhat, Sunderban, Siliguri, Salt Lake, and Tarakeswar etc,
- The WBTDC promotes many tour packages to attract tourism in various beautiful tourism destinations of West Bengal. Such examples are Sunderban tour packages, Kolkata connect city tour packages, Poush Mela, etc.
- Along with tourism, the agency provides essential facilities like twenty four hours generator facilities, Air Conditioner facilities, car parking facilities, conference room

facilities, Wi-Fi facilities, travel arrangement facilities, restaurant, and room meal facilities etc.

- The tourism systems under WBTDC are classified into seven broad categories which are collectively known as Tourism Circuits. The following table and Photo plates present the details of these tourism circuits.

Major Circuits	Famous Destinations	Example
1. Himalayan Circuit	Darjeeling, Kalimpong, Kurseong, Siliguri	Hill Top Tourism Property Earlier Hill Top Tourist Lodge: Kalimpong
2. Wildlife Circuit	Jaldapara, Murti, Jalpaiguri, Sunderban, Lataguri,	Moorti Tourism Property Earlier Murti Tourist Lodge: Murti
3. Heritage Circuit	Malda, Baharampur, Bolpur, Bishnupur, Tarakeswar	Shantobitan Tourism Property Earlier Shantiniketan Tourist Lodge: Bolpur
4. Riverine Circuit	Diamond Harbour, Maithon, Hooghly	Sabujdweep Tourism Property, Balagarh
5. Metro Circuit	Barrackpore, Salt Lake, Kalighat	Udayachal Tourism Property Earlier Udayachal Tourist Lodge: Salt Lake
6. Town Circuit	Durgapur, Rampurhat, Gazoldoba, Raigunj	Bhorer Alo Tourism Property: Gazoldoba
7. Beach Circuit	Bakkhali, Digha, Gangasagar	Gangasagar Tourism Property: Gangasagar

Source: West Bengal Tourism Development Corporation Limited, 2024

Himalayan Circuit, Darjeeling

Wildlife Circuit, Jaldapara

Beach Circuit, Digha

Riverine Circuit, Maithon Dam

Heritage Circuit, Bishnupur

Metro Circuit, Salt Lake

Town Circuit, Gazoldoba

B. National Level Organisations		
Organization	Full Name	Functions
5. Ministry of Tourism Government of India		The Ministry of Tourism is the nodal agency to formulate national policies and programs for the development and promotion of tourism throughout the country. The regional offices of the Ministry of Tourism are located in five cities: Chennai, Guwahati, Kolkata, Mumbai, and New Delhi. The other offices are located in Agra, Aurangabad, Bengaluru, Bhubaneswar, Goa, Hyderabad, Imphal, Indore, etc. The ministry represents India as an attracting tourism destination all over the world through various marketing and promotional strategies such as advertising campaigns, participation in international travel fairs, events, exhibitions, etc. The ministry deals with several tourism development activities, such as infrastructural development programs (establishment of transport networks, hotels, restaurants, resorts, tourism circuits, etc.), organization of cultural events, conservation of heritage sites, etc. The ministry of Tourism had launched ***Swadesh Darshan Scheme*** in year 2014-15 with a view to promote integrated development of thematic tourist circuits in the country. In such context, the Ministry has sanctioned 76 projects under the scheme. The ministry has launched ***PRASAD Scheme*** (National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Augmentation Drive) (PRASAD) with the objective of integrated development of identified pilgrimage destinations across the country.

6. ITDC	India Tourism Development Corporation	India Tourism Development Corporation (ITDC) is a public sector organization under the administrative control of the Ministry of Tourism. ITDC was incorporated on October 1, 1966, and it has played a key role in the development of tourism infrastructure in the country. The corporation provides several services for travel, tourism, and hospitality-related needs. At present, the corporation is running hotels and restaurants at various tourism locations, besides providing transport facilities. ITDC has played a committed and pivotal role in the development of tourism infrastructure in backward areas, thereby trying to promote regional balance.
7. DGCA	Directorate General of Civil Aviation	The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) is the regulatory body governing civil aviation in India. It is responsible for ensuring the safety, security, and efficiency of civil aviation operations within the country. DGCA is an attached office of the Ministry of Civil Aviation. DGCA also coordinates all regulatory functions with the International Civil Aviation Organisation (ICAO). The head-quarter of DGCA is located in New Delhi, with its regional offices in Mumbai, Kolkata, Chennai, and Bangalore. The vision of DGCA is to promote safe and efficient air transportation through regulation and a proactive safety oversight system.

8. ASI	Archaeological Survey of India	The Archaeological Survey of India (ASI) is an Indian government agency that is responsible for archaeological research along with the conservation and preservation of cultural and historical monuments in the country. It is an attached office of the Department of Culture. The Archaeological Survey of India (ASI) was established in 1861 by Alexander Cunningham during the British Period. The major activities of the ASI are maintenance, conservation and preservation of centrally protected monuments, sites and remains. It conducts archaeological exploration and excavation regularly. At present, the ASI has declared 3656 ancient monuments to be of national importance in the country. These can include everything from temples, mosques, churches, tombs, and cemeteries to palaces, forts, step-wells, and rock-cut caves. The famous cultural hubs of ASI are Mahabalipuram, Ajanta and Ellora, Hampi, Kurukshetra, Chittorgarh, Kumbhalgarh, Sibsagar Monuments, and Fatehpur Sikri.

Source: Ministry of Tourism Annual Report, 2022-2023; DGCA Organisation Manual, 2021; Archaeological Survey of India.

C. International Level Organizations		
Organization	Full Name	Functions
UNWTO	United Nations World Tourism Organization	The United Nations World Tourism Organization is the United Nations agency responsible for the promotion of responsible, sustainable and universally accessible tourism. UN Tourism promotes tourism as a driver of economic growth, inclusive development and environmental sustainability and offers leadership and support to the sector in advancing knowledge and tourism policies worldwide. Its headquarters are based in Madrid, Spain. The UNWTO works in six main areas, i.e., competitiveness, sustainability, poverty reduction, capacity building, partnerships, and mainstreaming. The Organization aims to maximize the positive economic, social, and cultural effects of tourism, while minimizing its negative impacts. As of 2024, UN Tourism has a total of 160 member countries, 6 associate members, 2 observers and over 500 affiliate members.
UFTAA	United Federation of Travel Agents Associations	The United Federation of Travel Agents Association (UFTAA) is an association of travel agents and tour operators. It is one of the world largest organizations in the field of travel and tourism industry. UFTAA seeks to encourage travel among people of all nations and to support the freedom of travel throughout the world. In 1966, it was founded in Rome, Italy with the merger of two large world organizations (FIAV and UOTAA). Presently, it has more than 30,000 travel agencies from 120 member countries. UFTAA promotes and develops tourism at the national level as well as the international level.

WTTC	World Travel and Tourism Council	World Travel and Tourism Council is the global authority on the economic and social contribution of travel and tourism. The WTTC was established in 1990. It promotes sustainable growth for the travel and tourism sector, working with governments and international institutions to create jobs, drive exports, and generate prosperity. The WTTC is headquartered in London. It is made up of members from the global business community and works with governments to raise awareness about the travel and tourism industry. WTTC works to raise awareness of travel and tourism as one of the world's largest industries, supporting 255 million jobs and generating 9 percent of world GDP.
IATA	International Air Transport Association	The International Air Transport Association (IATA) plays a crucial role in the tourism industry, particularly in air travel, by providing a range of services and functions that facilitate the safe, secure, and efficient operation of airlines and the aviation sector. It is the trade association for the world's airlines, representing some 320 airlines, or 83% of total air traffic in the world. It is the prime vehicle for inter-airline cooperation in promoting safe, reliable, secure, and economical air services for the benefit of the world's consumers. On April 19th, 1945, IATA was founded in Havana, Cuba. During its foundation, IATA had 57 members from 31 nations, mostly in Europe and North America. But at present (2024), it has some 320 members from 120 nations in every part of the globe.

PATA	Pacific Asia Travel Association	Founded in 1951, the Pacific Asia Travel Association (PATA) is a non-profit organisation that connects public and private organisations for the responsible development of the travel and tourism industry in the Asia Pacific region. Its headquarters are located in Bangkok, Thailand. The Association provides aligned advocacy, insightful research, and innovative events to its member organisations, comprising 95 governments, state, and city tourism bodies, 25 international airlines and airports, 108 hospitality organisations, 72 educational institutions, and hundreds of travel industry companies in Asia Pacific and beyond.
ICAO	International Civil Aviation Organization	Established in 1947, the International Civil Aviation Organization (ICAO) is a United Nations agency that helps 193 countries to cooperate together and share their skies to their mutual benefit. It plays a significant role in facilitating safe, secure, and efficient international air travel, which is essential for the development and growth of tourism. The organization's headquarters are located in Montreal, Canada. It has regional and sub-regional offices spread around the world, including in Bangkok, Cairo, Dakar, Lima, Mexico City, Nairobi, and Paris, as well as a regional sub-office in Beijing. The vision of ICAO is to achieve sustainable growth in the global civil aviation system. The mission of ICAO is to serve as the global forum of states for international civil aviation.

Source: UN Tourism (unwto.org); WTTC (https://wttc.org/); IATA (https://www.iata.org/); PATA (https://www.pata.org/); ICAO (https://www.icao.int/Pages/default.aspx).

7P's in Tourism Marketing		
1	Product	Product includes the services offered to travellers. Example: transportation, accommodation, etc. services
2	Price	Price includes the amount of money charged for tourism products and services. Example: Rs. 25,000 charged for 1 person 4 days tour in Kashmir
3	Place	It includes the channels through which tourism products and services are distributed. Example: travel agencies, tour operators, hotels, etc.
4	Promotion	Promotion includes the marketing strategies to attract tourists. Example: sales promotions, tour packages, etc.
5	People	People include human who participate in tourism including both customers and employees. Example: traveller, tourist, tour operators, etc.
6	Process	Process includes the systems and procedures to deliver tourism products and services. Example: hotel booking, ticket booking, etc.
7	Physical Evidence	It includes the environment and space where the service occurs. Example: physical environments, resorts, etc.

Source: https://egyankosh.ac.in/

Ease of Tourism: Role of AI, GPS, and Internet Connectivity	
AI (Artificial Intelligence)	Artificial intelligence, or AI, is technology that enables computers and machines to imitate human intelligence and problem-solving abilities. AI provides personalized recommendations for accommodation facilities, restaurant services, tourism attractions, etc. AI driven chatbots provide instant help to travellers during tourism, such as answering questions, providing directions, reserving facilities, and so on. It also helps in communication as it translates languages according to priority. It solves the issue of language barriers.
GPS (Global Positioning System)	The Global Positioning System (GPS) is a network of satellites and receiving devices used to determine the location of any object on earth. It helps the traveller to determine their location in any place. It also provides direction in unknown destination and monitors travel routes through real time navigation. It also helps to find accommodation facilities, transport facilities, tourism attractions, restaurants, roads, etc.
Internet Connectivity	Internet connectivity provides affluence of information regarding tourism destinations, nearby tourism attractions, accommodation facilities, transport facilities, etc. It facilitates online booking and reservation systems such as ticket bookings for flights, railways, hotels, rental cars, etc. It enhances social connectivity as it connects travellers with their family members, friends, fellow travellers, etc. through real time communication system.

Practice Questions

1. **Briefly discuss the role of State level organizations in tourism and travelling. 10**
2. **Briefly discuss the role of National level organizations in tourism and travelling. 10**
3. **Briefly discuss the role of International level organizations in tourism and travelling. 10**
4. **Write the fulform of the following tourism and travel organizations:**
    - **WBTDC**
    - **ITDC**
    - **DGCA**
    - **ASI**
    - **UNWTO**
    - **UFTAA**
    - **WTTC**
    - **IATA**
    - **PATA**
    - **ICAO**
5. **What do you mean by 7P's in tourism marketing? Explain each. 3+7=10**
6. **What are the roles of AI, GPS and internet connectivity in tourism and travelling? 10**

Unit 4: Impacts of Tourism

Economic Impacts of Tourism

Positive Impacts:

i. **Generating Income and Employment:** Tourism in India has emerged as an instrument of income and employment generation, poverty alleviation and sustainable human development. It contributes 6.77% to the national GDP and 8.78% of the total employment in India. Almost 20 million people are now working in the India's tourism industry.

ii. **Source of Foreign Exchange Earnings:** Tourism is an important source of foreign exchange earnings in India. This has favourable impact on the balance of payment of the country. India's income from international tourism is expected to grow from US$ 8.7 billion in 2021 to US$ 16.92 billion in 2022.

iii. **Preservation of National Heritage and Environment:** Tourism helps preserve several places which are of historical importance by declaring them as heritage sites.

iv. **Developing Infrastructure:** Tourism tends to encourage the development of multiple-use of infrastructure that benefits the host community, including various means of transports, health care facilities, and sports centers.

v. **Promoting Peace and Stability:** Tourism industry can also help promote peace and stability in developing country like India by providing jobs, generating income & diversifying the economy.

vi. **The Multiplier Effect:** The flow of money generated by tourist spending multiplies as it passes through various sections of the economy.

vii. **Regional Development:** The underdeveloped regions of the country can greatly benefit from tourism development. Many of the economically backward regions contain areas of high scenic beauty and cultural attractions.

viii. **Economic Value of Cultural Resources:** Tourism provides monetary incentives for the development of many local crafts and culture, thus it has an effect on the income of the local artisans and artists.

ix. **Promotion of International Understanding:** Tourism can also become an effective tool to develop a better understanding and interaction amongst people of different countries.

Negative Impacts:

i. **Creating a Sense of Antipathy:** Tourism brought little benefit to the local community. In most all inclusive package tours more than 80% of travelers' fees go to the airlines, hotels and other international companies, not to local businessmen and workers.

ii. **Import Leakage:** This commonly occurs when tourists demand standards of equipment, food, drinks, and other products that the host country cannot supply, especially developing countries.

iii. **Seasonal Character of Job:** The job opportunities related to tourism industry are seasonal in nature as they are available only during the tourist season.

iv. **Increase in Prices:** Increasing demand for basic services and goods from tourists will often cause price hikes that negatively affect local residents whose income does not increase proportionately.

Source: Venkatesh, M., & Raj, D. J. (2016). Impact of tourism in India. *International Journal of Scientific Engineering and Applied Science*, *2*(1), 167-184.

Environmental Impacts of Tourism

Positive Impacts:

ii. **Financial resources for environmental conservation:** Tourism can provide direct financial resources for environmental conservation. A typical example can be the national parks, wildlife sanctuaries etc wherein the entrance fee collected from tourists can be directly used for the conservation of the area.

iii. **Contribution to the government revenues:** It is not that tourism provides for the direct revenue sources only, rather tourism also helps boosting up government revenues by ways of various taxes, permit fees, taxes on sale and rental of recreational equipments, licensing fees on various tourist activities etc. Funds so collected can be used for payment of salaries to conservation staff and to fund other conservation efforts.

iv. **Better environmental planning and management:** Sustainable tourism development at a natural destination promotes effective environmental planning and management. It involves careful study of available natural resources and finding ways to achieve a common ground among various stakeholders with conflicting interests. Sustainable tourism development also involves avoidance of serious environmental mistakes and management of the environmental resources in way wherein environmental assets significant for tourism are conserved and preserved.

v. **Raising the awareness with regard to environmental protection:** Tourism has a huge potential to increase awareness with regard to environmental protection and problems being faced in usage of natural resources. It is the sheer nature of tourism which brings people close to the nature where they can appreciate the value of natural resources as well as understand the consequences of human interactions with nature in an unsustainable manner.

Travel organisations which are integral to tourism industry play a key role in raising the environmental awareness among not only the tourists but also among the local inhabitants.

Negative Impacts

i. **Air Pollution:** Air pollution is the contamination of air with solid/semi-solid/ gaseous components which affects the natural composition of air to the detriment of living organisms as well as physical structures. With increasing number of tourists at a destination, the number of vehicles is set to rise and the fact that vehicular emissions are a major contributor to the air pollution is beyond doubt. The best example can be Agra, where increased levels of air pollution due to tourist vehicles started affecting the white marble of one of the seven wonders of the world Taj Mahal and Hon'ble Supreme Court of India has to intervene by banning all petrol and diesel vehicles near the monument, but not all destinations are so fortunate to have such an intervention.

ii. **Water Pollution and Scarcity of Water:** Number of accommodation establishments (Hotels/Tents etc) at a destination is directly proportional to number of tourists visiting. Sewage waste generated from commercial accommodation establishments is comparatively more than privately used properties. In most of the cases, sewage and other liquid waste generated from the accommodation establishments finds its way to local water bodies like rivers/lakes/ponds etc thus polluting the local water resources. In some case it has been found to contaminate the ground water also. Rishikesh is one of the example where all tented accommodations on river banks have to be banned because of increased water pollution levels due to tourist activities.

iii. **Land Pollution / Land Degradation**: Increased number of tourists demands for not only the larger number of tourism and recreational facilities but also it requires more supporting infrastructure like larger bus stands, railway stations, airports, taxi ways etc. Development in terms of facilities like hotels, restaurants, other recreational facilities and supporting infrastructure for tourism involves changes in natural landscape to suit the required facilities. It results in soil erosion and extensive paving. Construction of roads,

airports, railways lines/ railway stations, taxi ways etc results in degradation of land, loss to natural flora and fauna, ecological imbalances and deteriorated scenic beauty.

iv. **Noise Pollution:** Increased noise levels from not only the transport activities like airplanes, trains, tourist vehicles like cars, buses but also due to recreational activities like dance parties, DJ nights etc cause serious noise pollution issues at the destination. Apart from causing annoyance, stress and hearing loss in extreme cases for humans, noise pollution also affects the natural activity patterns of wildlife at the destination.

v. **Deforestation:** Plants are basis of every life form and forests play vital role in environmental management, these are the facts that everyone agrees. Rapid growth of tourism/mass tourism requires facilities which results in destruction of forests on a massive scale. Almost all the natural destinations/hill stations are facing this problem of acute land shortage for further development of tourism infrastructure and are cutting forests to meet the increasing demands. Deforestation is further giving rise to problems like soil erosion, loss of biodiversity, climate change and affecting the overall water cycle at the destinations.

vi. **Solid waste and littering:** Heaps of solid wastes, garbage, plastics and other litter are not an uncommon sight on most of the popular tourist destinations. Thousands of tons of waste is produced by the tourists themselves and other service providers like hotels, restaurants etc. This results in the accumulation of waste on the destination itself.

Source: https://egyankosh.ac.in/

Socio-Cultural Impacts of Tourism

Positive Impacts:

i. **Social tourism - all inclusive nature of tourism:** Tourism in its earliest form was limited to the selected few and privileged sections of the society, however in the modern era with increase in income levels of people and more leisure time at hand, global tourism now encompasses the diverse group of people from all income and social groups.

ii. **Promotion to social stability and peace:** Social stability is defined as the state when people of the society under consideration are at peace with themselves and with each other. It basically refers to the stability within the individual, within the group and with other groups. Tourism by its very nature provides ways and means for people to people interactions. It fosters relations not at government/diplomatic levels but at the levels of individual people/common citizens.

iii. **Enhanced understanding of social norms, values and practices:** Tourists visiting places with different social and cultural norms when return to their native places begun to see their own social norms and values in all new light. Their understanding of the social norms and practices being followed by them and by the societies they visit makes them more broad minded and open to divergent views. A North Indian family visiting South India or vice versa for some marriage function is definitely going to return with much enhanced appreciation and understanding of the social norms, rites and rituals of marriage that are followed at both the places.

iv. **Social elevation and educational awareness:** Human interactions which are integral part of tourism phenomenon have their own educational values too, though without any formal classrooms. Interactions between hosts and tourists are enriching experience for both sides. Individuals associated with tourism in any way i.e. as tourists, as local community, as hosts, as employees or as employers are likely to have positive changes in their own personalities and attitudes which become reflective of global understanding and acumen.

v. **Rejuvenation of cultural symbols:** Cultural manifestations of the destination like fairs and festivals, art and craft, rites and rituals acts as prominent tourism attractions of the destination and tourism developments at places have shown marked rejuvenation of various cultural symbols.

Negative Impacts

iv. **Erosion of Destination Image:** Tourism is one of the avenues that are prone to misuse by antisocial elements. Tourists not being fully accustomed to destination are more prone to cheating, fleecing and other types of crimes. It is the responsibility of local people to guide the tourists for their safety and security.

v. **Tourist-Host Relationship:** Tourist-host relationship leads to cultural exchange through the interaction between local people and tourist. It promotes social integration between the people having different socio-economic background. But in many cases, it leads to conflicts and tensions due to disrespectful behaviour, environmental degradation, cheating etc.

vi. **Commoditisation of Culture:** It has been observed that travel leads to regarding the local monuments, religious places, crafts and dances as a mere commodity. This happens usually whenever there is a high demand and at places where the tourist footfall is higher. The local population in order to reduce the gap between supply and demand starts adapting these tangible and intangible products as per the need of the tourist thus resulting in loss of its genuineness as well as the individual ethics. In India, at some places, it has also been observed that there has been major shift in the way many religious and other practices are observed by the local people as mere resource to earning livelihood. One such example is "Aarti-teeka" being offered to guests, in traditional Indian setting "Aarti-teeka" is generally performed during morning and evening hours only, however there are many hotel chains where this is being performed for every guest irrespective of his/her arrival time. Here, this tradition has been commoditised for the sake of visiting tourist's satisfaction.

vii. **Demonstration Effects:** Demonstration effects are defined as the changes in individual behaviours caused by observing the action and behaviours of others. In case of tourism it is the influence felt by the members of host community on account of observing and imitating the conduct of visiting tourists. It is the changes induced in the lifestyles of host community due to their enchantment towards the life style choices displayed by tourists. It has been observed, especially in rural destinations where enchantment towards visiting tourist's lifestyles has made significant changes in local habitant's life styles. Not necessarily the demonstration effect results in negative changes only, there may be positive changes also like women empowerment, girl education, shunning superstitions etc. However, many a times demonstration

effect result in negative consequences like drinking and gambling habits, disregard to traditions, drug abuse etc.

Source: https://egyankosh.ac.in/

Eco-Tourism and Sustainable Tourism

- **Ecotourism:** According to the International Ecotourism Society, ecotourism is defined as "responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-being of local people, and involves interpretation and education".
- **Sustainable Tourism:** If we evaluate the concept of sustainable tourism, this form of tourism takes into consideration of its current and future economic, social and environmental impacts, and making the use of all these resources to just an extent that the future generations too can use the same resources with the same experience.

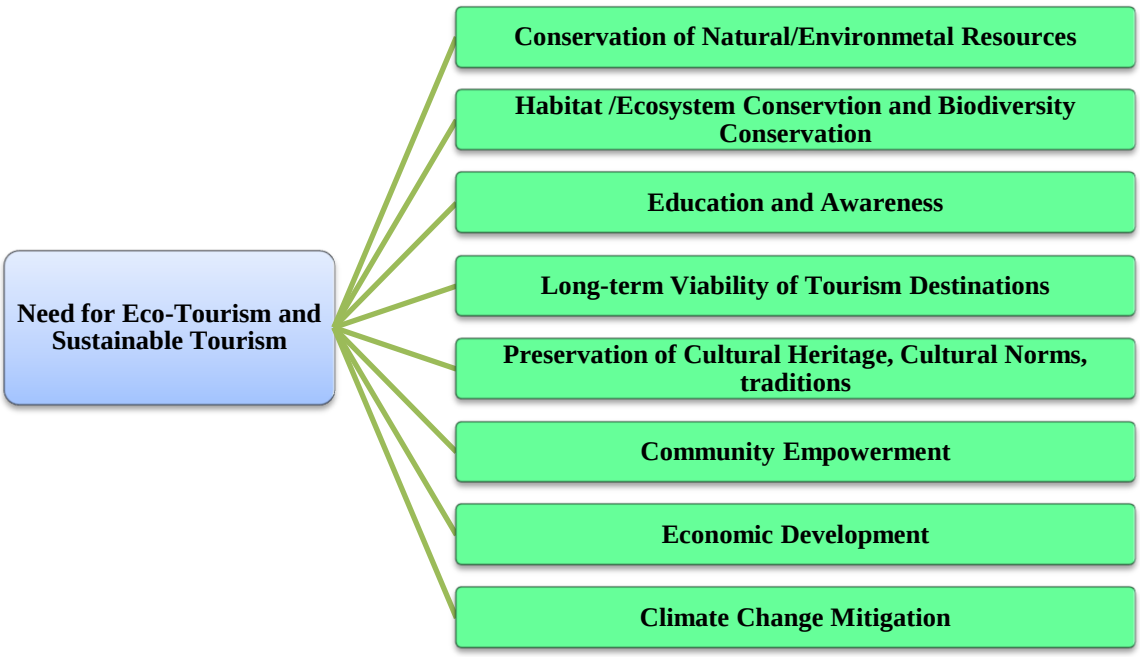

Political Disturbances and its Impact on Tourism

- Political disturbances lead to decrease in tourist's arrival in destination region.
- Decrease in tourist's arrival leads to loss in revenue generation.
- It often founds that tourists cancel ticket and other booking, accommodation, transport facilities due to political disturbances.
- Political disturbances and unrests damage infrastructure facilities and attraction of tourism destinations.
- It creates negative images about the tourism destination that negatively impacts on future tourist flow in the region.

Practice Questions

1. **Critically discuss the economic impacts of tourism. 10**
2. **Explain the positive and negative impacts of tourism on the physical environment of the destination area. 10**
3. **Define the term 'Demonstration Effect' in the context of tourism. 2**
4. **What do you mean by 'Travel-Host Relationship'? 2**
5. **Explain the concept of ecotourism and sustainable tourism and highlight their importance in minimizing environmental pollution. 2+2+6=10**
6. **What are the strategies to combat the negative impacts of tourism? 5**
7. **Briefly discuss the impacts of political disturbances on the tourism industry. 5**